বাল্মীকী

(অর্থাৎ দস্যু রত্নাকরের সিদ্ধিলাভ)

'দেবী-মাহাত্ম্য', 'বামনভিক্ষা', এবং 'নাম-মাহাত্ম্য'
নাটকের রচয়িত্রী

শ্রীমতী অমরবালা দেবী
প্রণীত

প্রকাশক :—সতীশকুমার ভট্টাচার্য্য
২৪ নং বলরাম বসু ঘাট রোড
ভবানীপুর
১৯৩০

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

নারায়ণ
ব্রহ্মা
শিব
নারদ
জ্ঞানানন্দ ঠাকুর
রত্নাকর
বনবালকগণ
দেববালকগণ
জনৈক কাঠুরিয়া
চোরদ্বয়
চ্যবণ ঋষি

নারীগণ

ভগবতী
মায়াদেবী
ভাগ্যদেবী
বনদেবীগণ
প্রতিবেশিনীদ্বয়
রত্নাকরপত্নী অক্ষিমালী
চ্যবণ ঋষিপত্নী

প্রিণ্টার :—শ্রীরাজেন্দ্রলাল সরকার
'কাত্যায়নী-মেসিন-প্রেস'
[illegible]নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক—পর্ব্বত শ্রেণী

পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্যে গোবিন্দ দর্শনার্থী নারদের বীণাহস্তে গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।

গীত

নারদ। সত্য, মঙ্গল-স্বরূপ হরি,
রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ
মধুর রস, রাস-বিহারী—
ত্রিতাপ দাহন—
ত্রিতাপ নাশন,
ভব ভয়-ভঞ্জন,
ভব বন্ধন মোচনকারী—
গাও হরি নাম,
গাও রাম নাম,
[illegible]ণাগত চিত্ত পুলক সঞ্চারি॥

মহাদেবের প্রবেশ।

মহাদেব। নারদ! তব সম ভক্ত নাহি হেরি ত্রিভুবনে,
অপূর্ব্ব আনন্দ ঋষি তোমার বাদনে।
হরিনাম সুধাধারা ঝরে অনুক্ষণ,
ত্রিভূবন যাহে হয় মৃত সঞ্জিবীত।
কিন্তু ঋষি! কি অপূর্ব্ব নাম আজি
বাজিল বীণায়—
ভক্তের হৃদয় ভেদি—বলে রাম! রাম!!
হের! পুলকে গোলকধাম করিছে শ্রবণ—
সুধামাখা রামনাম করিয়া শ্রবণ,
আত্মহারা, আসিয়াছি আমি—
পবিত্র শ্রবণ, ঋষি, দর্শন তোমার॥

নারদ। তা মামা! বেশ করেছ। একটু চরণ-ধূলা দাও। (গ্রহণ)পদধূলি তা মামা, তুমিত নাম শুনে সকল ভুলে, ভোলানাথ, ছুটে এসেছ—কিন্তু মামী বেটী কোথায় রইলেন? তাঁকে ত দেখ্‌ছি না।

(ভগবতীর প্রবেশ)

ভগবতী। নারদ! আমি ত বিশ্বনাথের ছায়ার স্বরূপ। বিশ্বনাথ যেখানে—আমিও সেই স্থানেই থাকি। তবে কি জান, যে দেখ্‌তে [illegible]নে সেই আমায় দেখ্‌তে পায়।

(ভগবতীর গী[illegible] [illegible]জন দেখ্‌তে জানে—সেই ত জানে
কোন স্থানেতে বাস আমার।

'পর' 'অপরে'—বেড়াই ঘুরে
অচেনার না ধারি ধার।
বিশ্ব জুড়েই আমার খেলা,
বিশ্বনাথের সঙ্গে লীলা—
তোমার বেলা আমার খেলা
ভুয়াবাজী—ফক্কিকার।
বুঝলে ধাঁধা—পাগল সারে,
'মায়ার' মজা চমৎকার।

নারদ। হ্যাঁ যা বলেছ, মামী।—কথাটি খাঁটি কথাই বটে। কিন্তু দেখ মামী, আমার এই সপ্ত-তন্ত্রী বীণা সময় সময় বড়ই গোলযোগ উপস্থিত করে। এই বীণার সপ্ততন্ত্রীতে, কি এক অপূর্ব্ব ভাবের, কি অভূতপূর্ব্ব স্বর-লহরী ঝঙ্কৃত করিয়া, কি এক অপূর্ব্ব আনন্দময় গান বাজিয়া উঠে, যাহার স্পন্দনে, মন বুদ্ধি অহঙ্কারাদি চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব কোথায় অতলস্পর্শে ডুবিয়া যায়। তখন আর আমার আমিত্বই থাকে না। তখন থাকে কেবল সর্ব্বব্যাপ্ত সর্ব্বময় একমাত্র আনন্দ।

দেখ দেবী আজি বীণা—উন্মত্ত আনন্দে
কার নাম তান সহ তোলে উতোরোলে!
শুনি নাম—বিশ্বনাথ উন্মত্তের প্রায়
হেথা এসেছেন ছুটে!

উল্লাসিত দিকপতি রাম নাম শুনি—
গগন, পবন, শোনে রাম নাম ধ্বনি—
এসেছ আপনি, বৈষ্ণবী রূপিণী—
করি, 'মায়া' পরিহার।
হের ত্রিসংসার পুলকিত—রাম নাম গুণে॥

(ব্রহ্মার প্রবেশ)

ব্রহ্মা। গাও রাম নাম ! তোল হৃদি তান !
জয় রাম, সীতারাম, আনন্দ পুরিত।
শোন, শোন, রামনাম পুলকে শ্রবণে,
যে নামের গুণে—
গোলোক গমনে
বিঘ্ন কিছু নাহি রবে আর।
গাও পঞ্চ মুখ, গাও রাম নাম,
আমি চতুর্মুখে বলি 'জয়রাম'
চিদানন্দ রূপ, হেরি গোলোকধাম,
চল, চল, সবে জনম সফল করি॥

সকলে। জয়রাম ! জয় সীতারাম।

[সকলের প্রস্থান।

ভগব...
যেথা...
দেখ্তে...
(ভগবতীর গী...

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্যস্থ পথে গাহিতে গাহিতে পাগল
জ্ঞানানন্দের প্রবেশ

জ্ঞানানন্দ। **গীত**

মা আমার ত্রিনয়নী
ব্রহ্মাণ্ড প্রসবিনী—
ওগো—মা যদি না থাক্‌তো ঘরে,
তবে জগৎ কোথায় রইত শুনি—
প্রসব করে মা এই ব্রহ্মাণ্ড,
স্তন্য দুগ্ধ—দাও আপনি,
কো'রে সৃষ্টি অনাসৃষ্টি
নিজেই হও মা সংহারিণী,
মা আমার ত্রিনয়নী ॥
'মহৎ-তত্ত্বে'—তোমার তত্ত্ব মা,
সর্ব্ব শক্তি প্রদায়িনী—
'চিদানন্দে' শুদ্ধ-সত্ত্বা
ভক্তিরূপা আহ্লাদিনী—
প্রকৃতিকে 'মা' বলিলে,
হও তুমি মা—ব্রহ্মরূপা সনাতনী।
জ্ঞানানন্দ পাগল হ'ল মা
— ভজন করে তোর পা দুখানি।

জ্ঞানানন্দ। (স্বগত) মার সঙ্গে তুই কর্ত্তায় নারদকে নিয়ে খুব স্ফূর্ত্তি কোরে কোথায় সব চলেছেন। তা—যান, আমিও পাছ নিতে ছাড়্‌ছি না, বাবা। (চিন্তিত ভাবে গমন করিতে করিতে) আহা! কর্ত্তা ত হচ্ছেন তিনটি। যথা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, আর মহেশ্বর। মহেশ্বরটি কম চিজ্‌ নয়। 'মহাকাল'! অর্থাৎ কিনা সংহারমূর্ত্তি। কিন্তু দেখ্‌লেত তা বোধ হয় না! দিব্যি নধর, সুন্দর, ধবল শুভ্র দিগম্বর—ভাল মানুষটির মতন! সেই জন্যেই লোকে আগেই শিবপূজা করে। ভেতরের খবর যদি জান্‌তো তাহলে বাবা—

(ভগবতী ও মহাদেবের প্রবেশ)

ভগবতী। জ্ঞানানন্দ—কার তত্ত্ব অন্বেষণ ক'রছিলে?

জ্ঞানানন্দ। (স্বগত) সর্ব্বনাশ! শুন্‌লে নাকি! না না!! (প্রকাশ্যে) কার তত্ত্ব অন্বেষণ লোকে করে মা! লোকে যাঁর তত্ত্ব অন্বেষণের জন্য এত বেদ বেদান্ত নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছেন,—আমিও মা তাঁহারই কথা, একটু আধটু চিন্তা যে না করি, তা নয়—

ভগবতী। তা হলে বল তুমিও বিশ্বনাথের তত্ত্বই অন্বেষণ করিতেছ!

জ্ঞানানন্দ। তাইত মা—কথাটা বড় সুবিধে নয়।

ভগবতী। [illegible]ন? কোন্ কথা সুবিধা নয়, জ্ঞানানন্দ?

জ্ঞানানন্দ। [illegible]ই মা নিজে যা বল্‌ছিলে তাই, এই তত্ত্ব অন্বেষণ।

ভগবতী। তার জন্য চিন্তা কি আছে বল। তত্ত্ব অন্বেষণ করা ত কঠিন কিছু নয়—নিজেকে দেখ, তা হলেই বুঝিতে পারবে।

জ্ঞানানন্দ। বেশ বাছা! বেশ! বেশ সোজা কথা'ত বলে দিলে। কিন্তু তুমি যে মা কি ভাবে কি বুঝিয়ে দাও—তাহার ত আদি অন্ত পেলেম না। তাই বলি—

গীত

কখন কি রঙ্গে থাক মা, শ্যামা সুধা-তরঙ্গিণী
ত্রিভুবন অঙ্গে, 'অনঙ্গ' অপাঙ্গে (কি ভাবে)
　　ভঙ্গ দাও মা জননী।
মহাকাশে খেল—বিশ্বরূপ ধরি,
চিদাকাশে তুমি—আনন্দ লহরী,
প্রতি মূলাধারে,—অনন্ত আধারে
　　'চিন্ময়ী', সত্য-স্বরূপিনী—
বিরাজ মা তুমি—সর্ব্ব ঘটে পটে,
যে জন যে ভাবে—মা তোমায় রটে।
জ্ঞানানন্দর ঘটে—সদানন্দময়
　　শুদ্ধা ভক্তি—'হ্লাদিনী'॥

(ব্রহ্মা ও নারদের প্রবেশ)

নারদ। (জ্ঞানানন্দের প্রতি) প্রণাম হই [illegible]র! কেমন ভালত ?

জ্ঞানানন্দ। প্রণাম! প্রণাম! পিতামাতা জগৎত্রাতা সর্ব্বেসাং চরণেভ্যো নমঃ।

ব্রহ্মা। এস বৎস জ্ঞানের আনন্দ।
সকল মঙ্গল হয় তব দরশনে ॥

জ্ঞানানন্দ। কি জানি বাপু, কি যে ভাল, কি যে মন্দ, তা বুঝ্‌তেই পার্‌লুম না,—তবে এত খাতির কেন কর্‌ছেন। আপনারা দেবতা—আর আমি এই পাঞ্চভৌতিক, মায়িক দেহধারী জীব, এই দেহও দুদিন পরেই সাবাড়! ইহাকে দর্শন করিলে কি মঙ্গল আপনাদের হবে, তাহাত দেখিতে পাইলাম না। থাক্‌তে হয়েছে তাই আছি। তা যাক্‌, আপনারা যেন উদ্‌যোগী হয়ে, কোথা চলেছেন বলে মনে হচ্ছে।

নারদ। জ্ঞানানন্দ, আমরা গোলোক বিহারীকে দর্শনাকাঙ্ক্ষায় বহির্গত হইয়াছি। তুমিও আমার সঙ্গে এস!

ব্রহ্মা! বেশ! বেশ! বড় ভাল হল। জ্ঞানানন্দ ঠাকুর সঙ্গে থাকিলে গোলোকবিহারী দরশনের কোন বিঘ্নই হবে না। এস ঠাকুর, চল, গোলোকবিহারী দরশনে যাই চল।

জ্ঞানানন্দ। (বিস্ময়ে) বাবা, বল কি! গোলোকবিহারী দর্শনে যেতে হবে? তবেই সেরেছ!

নারদ। কেন ঠাকুর, নাম শুনে অমন করে চমকে উঠ্‌লে কেন?

জ্ঞানানন্দ। তবে আর বল্‌ছিলুম কি। ঐ নাম শুন্‌লেই চমক্ লাগে।

ভগবতী। কেন বাছা, গোলোকবিহারী নামটীত অতি মধুর নাম, ও নাম শুন্‌লে প্রাণ যে জুড়িয়ে যায়। চমক্ লাগ্‌বে কেন ?

জ্ঞানানন্দ। তুই, বেটি, চুপ্ কর্। তোর কথার মাথা নাই। তুই পাষাণের মেয়ে—তোর বুক্‌খানাও পাথর। তুই চোরকে বলিস্ চুরি কর্‌তে, গৃহস্থকে বলিস্ ঘর সামলাতে —যত নষ্টের মূল, তুই বেটি।

ভগবতী। জ্ঞানানন্দ আমার দোষ দিচ্ছ বটে, কিন্তু সত্য বল্‌ছি, আমার দোষ নাই।

জ্ঞানানন্দ। না! তোমার দোষ ত নাই—তোমার গুণেরও অন্ত নাই, যত দোষ দেহীর! না? তাই বল্‌ছি, বাছা ভাল চাও ত চুপ কর। না হলে তোমার সকল গুণের কথা লোককে জানিয়ে দেবো।

ভগবতী। আচ্ছা বাছা, আমি চুপ্ করলুম। তুমিই নামের মহিমা বর্ণনা কর।

জ্ঞানানন্দ। তাই বলছি, তোমাদের বলি, ঠাকুররা, দেবতারা, তোমাদের এ উদ্ভট সখ কেন হ'ল? গোলোকবিহারী দর্শন করার ফল যে সহজ হবে না, সে[illegible]থা আগে [illegible]তেই তোমাদের জানিয়ে দিয়ে রাখ্‌ছি। ত[illegible] যখন আপনারা

বেরিয়েছেন তখন চলুন। এ ঊর্দ্ধপথে নয়। মাথা হেঁট করে নীচুদিকে পৃথিবীতে চলুন।

ভগবতী। কেন ঠাকুর,—মাথা হেঁট করতে হবে কেন ?

জ্ঞানানন্দ। দেখ বাছা—জেনে শুনে বোকা সাজা ভাল নয়।

ব্রহ্মা। জ্ঞানানন্দ, উপহাস কর পরিহার,
হরি লাগি ব্যাকুলিত হৃদয় সবার।
কর কৃপাদান—
করুণা নিধান তুমি, জ্ঞানের আনন্দ !

জ্ঞানানন্দ। দেখ ঠাকুর, সংসারে একমাত্র আনন্দ আমি নয়। এই জগৎখানাই আনন্দময় ! তার মধ্যে আমার উপাধিটা 'আনন্দ' হয়েছে বটে। তাহাও বা কয়দিনের জন্য বলুন ! হয়ত পঞ্চাশ, না হয় ষাট, বড় জোর ৮০ কি ৯৯ইয়ের ধাক্কা। তারপর যাঁর আনন্দ তাঁরই থাকবে। এই ত ক্ষণভঙ্গুর দেহের পরিণাম। এতে আর আমার দ্বারা আপনাদের কি উপকার সম্ভব বলুন ?

ব্রহ্মা। জ্ঞানানন্দ, ক্ষম অপরাধ,
দুর্লভ জনম তব,—মানব আকার।
যাহার কারণ,
দেবতা দুর্লভ হরি কর দরশন।
সেকারণ লইয়াছি আশ্রয় তোমার,
চল [illegible]থে, মনসাধে নিরখিব গোলোকবিহারী।

জ্ঞানানন্দ। তাইতেই ত বল্‌ছি, চলুন নীচুদিকে পৃথিবীতে চলুন।

নারদ। জ্ঞানানন্দ পৃথিবীতে যাব কেন?

হরি দরশন,
করিলে মনন,
—সর্ব্বত্র হইতে পারে শ্রীহরির দেখা।
তবে কেন যেতে বল 'মর' ধরাতলে?

জ্ঞানানন্দ। ঠাকুর ভুলে গেছ! তা'ত যাবেই—শ্রীহরির দর্শন লাভ হ'লে আপন-হারাই হ'তে হয়। তা নিজের তপস্যার কথাটি— কোথা কৃষ্ণ দেখা দাও বলে, অনাহারে অনিদ্রায় যখন কেঁদেছিলে, সেদিনের কথাটা ভুলে গেছ। সে ভুবনমোহন রূপ দেখ্‌লে আত্ম বিস্মৃতিই হয়।

হরি দরশনে হয় বাসনার ক্ষয়।
কামনা নির্ব্বাণ,—হৃদি অতি সুখোদয়,
নিত্যানন্দ বিরাজিত থাকেন সতত,
পুলকিত প্রাণমন, শ্রবণ মধুর॥

শিব। সেই জন্যই ব'ল্‌ছি জ্ঞানানন্দ,
চল যাই মরমাঝে
নিরখিব প্রাণভরি গোলোক বিহারী॥

জ্ঞানানন্দ। তা চলুন। সকলেই যখন সেই গোলোক বিহারী দর্শনে ব্যাকুল, তখন অবশ্যই তিনি দেখা দিয়ে থাক্‌তে

পারবেন না। তবে কথা হচ্ছে কি, সেই 'গো'—'লোক' — 'বিহারী'— দর্শন করিলে, আর কি নিজের অস্তিত্ব থাকবে ?

শিব। ব্যোম্ আবরণে দেবী ঢাকি আপনারে,
—'মহৎ-তত্ত্ব', 'অহঙ্কারে' করিলা প্রকাশ,
—'আত্ম'-হারা, 'অহং'-পূর্ণ, করেছেন ধরা।
—সে কারণ সুখ আশ জীবের অন্তরে।

জ্ঞানানন্দ। তবে আর কথায় কাজ কি—চলুন, সকলকেই গোলোক বিহারী দর্শন করিয়ে ছেড়ে দেবো॥

শিব। চিরদিন যাচি সঙ্গ তব,
অনুক্ষণ পাব দেখা গোলোক বিহারী।

জ্ঞানানন্দ। তবেই হয়েছে। আমার সঙ্গে যাচ্ছেন—আমি ত বলেছি যে, আমি ক্ষণভঙ্গুর জীব, আর আপনারা দেবতা। আপনাদের সঙ্গে কি আর আমার তুলনা করা চলে। তবে গোলোক বিহারী যে কি—তার মানে বলে দিতে পারি॥

ভগবতী। বল, বল বল জ্ঞানানন্দ
নামের মাহাত্ম্য বাছা করহ বর্ণনা।

জ্ঞানানন্দ। ও, নাম মাহাত্ম্য টাঁহাত্ম্য অত বুঝি না,—যা সত্যি, তাই বলি শোন। ঐ গো—লোক—বিহারী নাম, যথা—'গো' শব্দে পৃথিবী আর 'লোক' শব্দে জীব সমষ্টির বাস-স্থান। আর বাকী রইল, 'বিহারী' অর্থাৎ কিনা এই জীবরূপ জগৎখানিতে তিনি নিজের ইচ্ছা মতন, 'বিহার' অর্থাৎ লীলাসাধন রূপে নৃত্য করিতেছেন—হাঃ। হাঃ! (হাস্য) ॥

ব্রহ্মা। ভালই ত জ্ঞানানন্দ—পৃথিবীতে যদি সেই গোলকবিহারী দর্শন লাভ হয়, তবে জন্ম মৃত্যুরূপ যন্ত্রণাও যে সুখকর হইবে॥

জ্ঞানানন্দ। (স্বগতঃ) হুঁ! ব্রহ্মা ঠাকুরটি ত রজোগুণ সম্পন্ন ব্যক্তি, কাজেই ভোগের নামে জিহ্বায় জল এসে পড়েছে। ভেবেছেন কি না কামিনী কাঞ্চনরূপ ভোগ সুখ-লাভ হইবে, এদিকে ত জানেন না যে ওর ভেতরে ভেতরে কত কাণ্ড আঁকা আছে। (প্রকাশ্যে) তা'ত বটেই, বাছা। যদি 'বিহারী' দেখ্‌তে পার, ত জোর বরাৎ বল্‌তে হবে। কারণ—আর বলিই বা কেন। তোমরা ত পাকা লোক—সকল খবরই জান।

ভগবতী। বল, বল—বল জ্ঞানানন্দ,
হরিলীলা অপূর্ব্ব কথন,
মধুর শ্রবণ
না মিটে পিপাসা কভু॥
নিতি নিতি নব নব স্বাদ, হৃদয়-বিষাদ
কিছু নাহি রহে আর।
প্রেমে মত্ত হয় প্রাণ,
হয় দিব্য জ্ঞান,
আনন্দ জাগ্রত থাকে, হৃদি অন্তঃপুরে!
—বল শুনি নামের মহিমা॥

জ্ঞানানন্দ। তা বাছা যখন অত করে বল্‌ছো তখন বলি। 'বিহার'

করা মানে, আর কি বল। এই সুখ দুঃখ জন্ম মৃত্যুরূপ কলে ফেলে—তিনি হাসি কান্না রূপ তামাসা কচ্ছেন, এদিকে জীবগণ যাতনায় হাহাকার কর্‌ছে, কিন্তু তিনি নিজে বেশ আরামে আছেন। গায় আঁচড়টিও লাগতে দেন না।

ব্রহ্মা। জ্ঞানানন্দ ! হরিনাম অতীব মধুর !
—লীলা তত্ত্বে নাহি পাই সীমা,
সে কারণ তব কথা না পারি বুঝিতে।

জ্ঞানানন্দ। বুঝ্‌তে পারা যদি সহজ হ'ত দাদা, তা হলে আর ভাবনা কি ছিল বল ? তা দাদা তোমাদের এ উদ্ভট্ সখ কেন হল ? তোমরা ত জাননা যে,—যে জন একবার সেই বিহার করা বিহারীর দর্শন পায়, তার যে এই সংসারে বিহার করার ইচ্ছা জন্মের মতন ঘুচে যায়—তাত জান না। গোলোক বিহারী চটক্‌দার নাম শুনেই ছুটেছ। তা চল—যার কপালে যা আছে—সে সেই প্রকার ফলই পাবে। যখন বেরিয়েছ তখন চল, চল, দুর্গা, শ্রীহরি দুর্গা, দুর্গা, চল ॥

নারদ। জ্ঞানানন্দ—যাব মোরা হরি দরশনে !
বৈকুণ্ঠ ভুবনে,
একাসনে নিরখিব লক্ষ্মী নারায়ণ ॥

জ্ঞানানন্দ। তাই বল, বাবা, তাই বল—এতক্ষণে বাঁচালে বাবা। চল চল সে[illegible]স্থান অতি মনোরম ! আহা ! আহা ! বৈকুণ্ঠ !!

'কুণ্ঠা'-শূন্য !! আনন্দ পরিপূর্ণ !! 'স্বরূপে' স্থিত !! প্রেম-পূরিত !! অতি প্রিয় ! অতি মধুর !

আহা—'বিশুদ্ধ সত্ত্বং তব ধাম শান্তং',
'তপোময়ং ধ্বস্ত-রজস্তমস্কং'
চিদানন্দ রূপম্, শিবোঽহং শিবোঽহং
বড় মধুর—বড় আনন্দ ! মন প্রাণ শান্তকারী—
চল, চল,—চল, চল
জয়, জয়, লক্ষ্মী নারায়ণ
জয়, জয়,—লক্ষ্মী জনার্দ্দন ॥

সকলে। জয়, জয় লক্ষ্মী নারায়ণ

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক—বৈকুণ্ঠ

সিংহাসনে লক্ষ্মী নারায়ণ, অষ্ট সখীমালার নৃত্য ও

সখিগণ। গীত

প্রেমের লহরী সখি—হৃদয়ে বহিয়ে যায়
তরঙ্গে তরঙ্গে রঙ্গে—সে ভাব প্রকাশ প্রায়

হৃদয়ে হৃদয় আঁকা
—বিশ্বরূপে যার দেখা
আনন্দই আনন্দের সখা।
(তার) বুকে ভরা সুখ রাশি—অনিমেষ নয়নে ধায়।
যে যাহারে ভালবাসে
সে থাকে সই—তারই পাশে
(দেখে) মিনি সুতায় গাঁথা মালা
(ও তার) ভালবাসার পায় লুটায়॥

জ্ঞানানন্দ, ব্রহ্মা, নারদ, মহাদেব, এবং ভগবতীর প্রবেশ ও স্তব

সকলে। জয়, জগত-পালন
—ব্রহ্ম সনাতন
ভব-ভয়-ভঞ্জন—দয়াল হরি।
জয়, করুণা-আধার
—করুণার অবতার।
কল্প-তরু, ভক্ত বাঞ্ছা পূরণকারী।
জয়, শ্রীবৎস-লাঞ্ছন,
লক্ষ্মী জনার্দ্দন,
—ত্রিলোক-পাবন, ত্রিতাপ-হরী।
কুরুমে করুণা—দীন দয়াল রাম,
জগজন প্রাণমন চিত বিহারী॥

(নরায়ণকে সকলে প্রণাম করিয়া)

নারদ। হে ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু
তোমারি তুলনা তুমি এ তিন ভুবনে।
যেই জন যে 'ভাবে', হে,—ভাবে হৃদি-মাঝে
সেই 'ভাব' লয়ে তুমি যাও তার কাছে,
এমনি স্বভাব তব।
অফুরন্ত ভাবের ভাণ্ডার হরি,
সকলি স্বরূপ' তব।
সে কারণ,—অনন্ত রূপের শোভা জগত মাঝারে।
কোন্ ছলে, কোন্ কর্ম্ম কর সম্পাদন
—নিরুপণ না পারি করিতে।
তাই, হরি, নাম তব করেছি গ্রহণ।
লয়ে সুধামাখা আনন্দময় 'হরি' নাম,
—যতনে রেখেছি হৃদি সম্পূট মাঝারে।
গোপনে রহিয়া, নাম জানে সে আমায়
—আমি জানি নামের মহিমা,
তাই, যথা আমি যাই, নাম চলে পথ প্রদর্শিয়ে।
সে কারণ সক্ষম হয়েছি প্রভু দর্শনে তোমার॥
কিন্তু, হরি, দেখ আজি তোমার ছলনা।
আনন্দে ধরিয়া করে এ আনন্দ বীণা,
প্রাণসনে একতান করিয়া যোজনা,
তুলি তান সপ্ত তন্ত্রে হরিগুণ গান।

কিন্তু বীণা—তোলে তান জয়রাম বলি।
বিজয় ঘোষণা করে আনন্দ ঝঙ্কারি—
কহ হরি—সুধামাখা এই নাম কার?
জয়রাম, সীতারাম—গায় উতরোলে,
কৃপা করি মহিমা-রহস্য দেব জানাও দাসেরে।

নারায়ণ। নারদ! 'এক' আমি, বিশ্বব্যাপি রয়েছি জাগ্রত
— অন্য সব অচেতন জড় জড়িমায়;
'চেতন-স্বরূপ' আমি—বিকাশি ভুবনে,
'আনন্দ' স্ফুরণ করি—আপন ইচ্ছায়॥
মধুর আনন্দ সুধা করিবারে পান
করি গান 'রাম' নাম—বীণায় তোমার,
অকলঙ্ক শ্রীরাম চরিত,
করিব প্রচার ভবে, রাম রূপ ধরি॥
অপূর্ব্ব এ রামলীলা শিখাব ভুবনে,
যে নামের গুণে,—রত্নাকর বদ্ধজীব
হবে মুক্ত। পাবে মোক্ষধাম,
সাধনার বলে—দস্যু হবে মহাঋষি,
বাল্মীকি নামেতে খ্যাত রবে চরাচরে।
রামায়ণ মহাগ্রন্থ করি প্রণয়ন
জগৎ-জীবন লীলা করিবে প্রচার,
জগজন প্রেম-ভক্তি পাবে অবহেলে॥
যাহ সবে মরধামে।

সকলে। জয় জয়, লক্ষ্মী নারায়ণ
জয় জয়, রামরূপ-ধারণ,
ভকত বৎসল করুণার আধার দেব ॥

[জ্ঞানানন্দ ব্যতীত প্রণাম করতঃ সকলের প্রস্থান

জ্ঞানানন্দ। প্রণমি চরণে দেব নিয়ত তোমার,
অনুক্ষণ তব রূপ হেরি 'ত্রি-নয়নে'
নিজগুণে দিয়াছ সে নিধি।
হে গুণনিধি! ধ্যানে জ্ঞানে, শয়নে স্বপনে,
'কারণে', জাগ্রত তুমি রয়েছ সতত।
স্থূল সূক্ষ্ম অণু পরমাণু বেষ্টিত,
হেরি সদা ওরূপ মাধুরি!
কে-বা আমি! জড়দেহে—তুমিই রাজিত।
'অহঙ্কার'! আচ্ছাদন-তত্ত্ব তব বিরাট আকার—
প্রচ্ছন্ন রূপের খেলা—প্রহেলিকা সনে।
হয় তার জগতের অশেষ কল্যাণ,
সৃষ্টিতত্ত্বে 'জীব'তত্ত্ব পরিপুষ্টকারী—
হরি! হরি! 'ইচ্ছাশক্তি'—অনন্ত 'প্রকৃতি' তব,
জীব সনে করে লীলা জাগ্রত আকারে।
ওহে! বিশ্ব রূপধারী—
মধুর মাধুরি—তুমি অনন্ত পুরুষ।
নিজ গুণে জ্ঞান-চক্ষু দানিয়াছ মোরে
কৃপাময়! দেখো, যেন মহামায়া ঘোরে,

না ডুবাইও আর।

করুণা আধার, দেব, রাখ দীন জনে।

নারায়ণ। জ্ঞানানন্দ! স্বরূপে আমার স্থিতি অন্তরে তোমার—

হেরিতে এ অপরূপ বিশ্বরূপ লীলা।

হের চমৎকার—জপি রাম নাম

মহাদস্যু রত্নাকর হইবে উদ্ধার।

তপস্যার ফলে—হবে কলুষ বিনাশ তার—

মহাকাশ হৃদি মাঝে করিবে গ্রহণ,

অনুক্ষণ, 'জ্ঞান' আঁখি রহিবে জাগ্রত।

কালে রত্নাকর হবে মহামুনি,

বল্মীকি নামেতে খ্যাত রবে চিরদিন।

ত্রেতাযুগে রামলীলা করিব গ্রহণ,

সেই লীলা মহাগ্রন্থ রাময়ণে রহিবে বর্ণিত

—সাধুজন চিত মনোলোভা॥

সত্যের কারণ

এক ব্রহ্ম চারি অংশে রামরূপ ধরি—

প্রেমের মাধুরি ভবে করিব প্রচার—

বিশুদ্ধা 'প্রকৃতি'—সতী জানকী রূপেতে

—হবে মম লীলা সহচরী

যাহে নরনারী—

লভিবেক প্রেমের আস্বাদ।

'ভোগের' বিষাদ ব্যাথা—পাবে পরাজয়।

হের জয়ধ্বনি উঠে চারিভিতে,
গগন, পবন—রামনাম মহামন্ত্র করিছে শ্রবণ।
নরমাঝে অমরত্ব হইবে সাধনা।

জ্ঞানানন্দ। আহা, মরি! মরি!
রাম রূপ ধরি
কল্পতরু কমল লোচন হরি—
কত লীলা কর দেব যুগ যুগান্তর।
ধ্যানে জ্ঞানে না পারি জানিতে,
যাই হরি, যাই নর মাঝে,
সুধামাখা রামনাম সাধনা হেরিতে॥
জয় জয়, নারায়ণ –
জয়, জানকী-জীবন—রামরূপ-ধারণ
ভকত-বৎসল, আনন্দময় হরি॥

[প্রণাম করতঃ প্রস্থান

অষ্ট সখীগণের **নৃত্য ও গীত**

নাম ভজে—কাম সফল হবে
কেহ ত 'জড়' রবে না।
নামের গুণে মত্ত হবে—প্রেমের খেলায় দুজনা:
—রবে না চোখের নেশা,
প্রাণে প্রাণের ভালবাসা,
বিরহের আকুলতা—মধুর তথা,
—যথা হৃদয় বেদনা॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক—দৃশ্য, দস্যু রত্নাকারের কুটীর। কাল রাত্রি

রত্নাকর ও তৎ পত্নী অক্ষিমালীর প্রবেশ

অক্ষি। হ্যাঁগা! রাত ত কম হল না! সব নিস্তব্ধ হয়েছে বসে রইলে যে? আজ আর কি রোজগারের ইচ্ছা নেই?

রত্নাকর। ইচ্ছা না থাক্‌লেই বা ছাড়ে কে, বল?

অক্ষি। কেন? আমি কি বল্‌ছি বেরুতেই হবে? তা নয়, আমি বল্‌ছি যে, আজ যদি না বেরোও ত বিছানা পেতে দিই, শুয়ে পড়। তুমি উল্টো বোঝ, তাইতে আমায় দোষ দিচ্ছ। থাক্! আজ আর কোথাও যেও না। একদিন বিশ্রাম কর।

রত্নাকর। না, তুমিই বুঝ্‌তে পার না। আমি তোমাকে দোষ দিই নাই।

অক্ষি। তবে কাকে বল্‌ছো? সে কে?

রত্নাকর। সে এই বৃদ্ধ পিতামাতা স্ত্রীপুত্র কলত্র পরিপূর্ণ 'সংসার'। এদের জন্যই উপার্জ্জন করিতে হয়। বিশ্রাম করতে বল্‌ছো? বিশ্রাম আমার নাই। যে কোন উপায়ে উপার্জ্জন করা চাই। 'অর্থ' না আন্‌তে পার্‌লে

ইহারাই 'অনর্থের' মূল হবে। অর্থ আনি বলেই এই সকলই সুখের উপাদান হয়েছে। যাক্—ও কথা যাক্। এখন কাজের কথা শোন, সেই যে সকালবেলা ভোজালেখানা সান্ দিয়ে রেখেছি, সেই খানা এনে দাও। যাও—অস্ত্র আন। আমি কাপড় ঠিক্ করে আস্‌ছি।

[রত্নাকরের প্রস্থান।

(অক্ষিমালী গৃহাভ্যন্তর হইতে ভোজালে হস্তে বহির্গত হইয়া)

অক্ষি। মাগো! কি সর্ব্বনেশে অস্তর গো! দেখ্‌লে বুক কেঁপে উঠে। যদি জিজ্ঞেস করি, হ্যাঁগা! এ সকল রকম রকম অস্তর নিয়ে রাত দুপ্পুরে রোজ রোজ কোথায় যাও! তাতে বলেন যে, পথে চোর ডাকাতের হাতে যদি পড়িতে হয়, সেই জন্যে এসব কাছে থাকা ভাল। কে জানে বাপু কি যে বলেন, আমি কিন্তু মনে স্বস্তি পাইনে (দস্যুবেশে রত্নাকরের প্রবেশ)

রত্নাকর। দাও অস্ত্র দাও। আর সময় নাই, শীঘ্র দাও।

[অস্ত্র প্রদান করিতে, করিতে সভয়ে

অক্ষি। ওমা! ও কিগো! অমন করে কোথায় যাচ্ছ? তোমায় দেখে, ভয়ে যে আমার আত্মা-পুরুষ উড়ে যাচ্ছে।

রত্নাকর। সরে যাও। কিছু জিজ্ঞাসা কোর না! কিছু শুন না, তোমার শুনে কাজ নেই। তোমার শুন্‌তে নাই। তুমি স্ত্রীলোক, তোমার কোন কথা জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই। আমি রোজগার করে এনে দিই, তুমি সকলকে

খাওয়াও পরাও, নিজে খাও, পর, ব্যাস। আচ্ছা আমি চল্লুম।

[বেগে রত্নাকরের প্রস্থান

অক্ষি। তা—ই—বটে। আমার ও যেমন দশা—তাই আবার সব কথার খোঁজ করে মরি। কিন্তু বা—বা—রে! কি ভয়ঙ্কর চেহারাই হয়েছে। ঐ মূর্ত্তি মনে হচ্ছে আর সর্ব্বাঙ্গ চম্‌কে উঠ্‌ছে। যাক্‌গে—আমিও যেমন ভয়ে মরি। কে জানে, বাবা! যদি ঐ ছোরাখানা—আমারই বুকে কোন দিন বসিয়ে দেয়। মাগো!! না!—তা নয়। এই রাত দুফুরে বেরোন কিনা, তাই বীরের সাজ করে যান। আর যা বল্লেন, সে কথাও ত সত্যি। আমার অত খোঁজ খবরে কাজ কি? যাই—রাত ঝাঁ ঝাঁ কর্‌ছে। বিছানাটা পেতে রেখে শুয়ে পড়ি। যখন আস্‌বেন—দোর খুলে দেবো'খন। (রত্নাকরের শয্যা প্রস্তুত করিয়া দ্বার রুদ্ধ করতঃ শয়ন)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক—দৃশ্য, গভীর অরণ্য মধ্যস্থ পথে

রত্নাকর

রত্নাকর। (হাস্যসহ) খুব ভয় পেয়েছে। আমার এই মূর্ত্তি দেখে ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে। তা'ত হবেই। ধনাকাঙ্খায় নর-শোণিত-লোলুপ দস্যু মূর্ত্তি দেখে, কারই বা প্রাণে আমোদ [illegible]। তবে—আমার একটা সুবিধা আছে। আমি

আমার নিজের এই রক্ত-পিপাষু চেহারা কখন নিজের চোখে দেখ্‌তে পাই না। কাজে কাজেই আমারও ভয় হয় না, আর অসহায় পথিকগণের প্রাণনাশ করতে কিছুমাত্র দ্বিধাও হয় না।—হাঃ! হাঃ! গিন্নি ভয়েই অস্থির। গিন্নি! গতকল্য তৃতীয় প্রহর রাত্রে যখন সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণকে বধ করি, যখন আমার এই কালন্তক যমের মতন চেহারা দেখে, আর্ত্তস্বরে "ওগো আমায় মেরোনা, আমার কাছে এই চালক'টি ছাড়া কিছু নেই,আমি তোমায় দিচ্ছি" বোলে চালগুলি ঢেলে দিচ্ছিল, আর তার অসমাপ্ত স্বরের সঙ্গে সঙ্গেই, এই হাতে, তার ভয়ার্ত্ত বক্ষে, এই অস্ত্র আমুল বিদ্ধ করে যখন সংহার করি – হাঃ– হাঃ—হাঃ—গিন্নি! গিন্নি—তখনকার সে চেহারাখানা দেখ্‌লে, ঐ সঙ্গে তারও 'ইতি' হয়ে যেত। কি করে যে অর্থ সংগ্রহ করতে হয়, সে কথাত জানা নেই, কাজেই সোহাগ ও বেশ মিষ্টি মিষ্টি বচন বলেন, তা—আমিও তখন আমোদ পাই বইকি। কিন্তু যখন ঘরে অন্নাভাব হয়—তখন! তখন, রক্ত পিপাসু প্রচণ্ড শক্তি আমার সকল শীরায় শীরায় ফুটে ওঠে। যাক্— একি? এ যে সেই দরিদ্রের চাল কয়টি! পশু পক্ষীতে খায় নাই! না! থাক! যার ক্ষুধা নেই, সে খাবে কেন।

ভাল কথা, এই রাস্তারধারে এইখানটায়, একটা গর্ত্ত হয়ে আছে। পথিকের ওখান দিয়ে উঠ্‌তে কষ্ট হয়, আর, আর, আমারও বিলম্ব সহ্য করা দুসাধ্য হয়ে ওঠে। তা—

একটা কাজ করি। তাই ত! দরিদ্র ব্রাহ্মণের শবটাও পড়ে আছে দেখ্‌ছি। যাক্, এই শব আর কঙ্কালের বোঝা, আর লতাপাতা দিয়ে পথটা ঠিক করে ফেলি। (তথা করিয়া) যাক্! দেখি—একবার চলে দেখি। (চলিয়া) বাঃ বেশ হয়েছে। বেশ সহজ হয়েছে! এইবার যেমন আস্‌বে, আর অমনি ছুটে —(অস্ত্রাঘাত প্রকরণ)। আঃ! কি জ্বালা! এত করে রাস্তা ঠিক্ করলুম—রাতও খুব গভীর, কই কেউত আসে না। হ্যাঁ—ঐ, ঐ, হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে—দুজন, দুজন, আস্‌ছে। এই গাছটীর আড়ালে দাঁড়াই—তা হলে ঠিক পারবো।

[বৃক্ষান্তরালে অবস্থান] (ব্রহ্মা ও নারদের ব্রাহ্মণবেশে প্রবেশ)

ব্রহ্মা। শ্রীভগবানের ইচ্ছাশক্তির প্রেরণার কার্য্য সকলই অদ্ভূত ব্রহ্মহত্যা, নরহত্যাকারী দস্যু রত্নাকর, পাপ মুক্ত হবে, —আজি পাবে রাম নাম।

রত্নাকর। (বেগে রত্নাকরের প্রবেশ) দে ব্যাটা দে! কি আছে তোদের কাছে দে, শীঘ্র দে, নচেৎ এই তোদের বধ করি। (বধোদ্যত)

(ব্রহ্মা পশ্চাদ হটিয়া) দস্যু! নাহি কিছু দোঁহার নিকট

সম্বল করেছি মাত্র নাম সুমধুর,
সর্ব্ব পাপ হয় যাহে দূর—
আছে এই হৃদয় মাঝারে।

রত্নাকর। কি! কি বল্লি! কি সম্বল আছে তোদের—বের্ কর্। কই আছে—দে—আমায় দে—।

নারদ। রত্নাকর! দিব তোরে অমূল্য রতন।
কিন্তু স্থান প্রয়োজন
কোথায় রাখিবে, হায়! সে রতন ধনে?
চিত্ত তব মালিন্য-পুরিত
দিব্যজ্ঞানে সে স্থান কররে মার্জ্জিত,
তবে ত রাজিত তথা হইবে রতন॥

রত্নাকর। কি! কি বল্লি? আমার ধনরত্ন রাখবার জায়গা নেই? আমার ঘরে অন্ধ ক্ষুধার্ত্ত পিতা, আতুর মাতা, অন্নাভাবে জীর্ণ পত্নী, শীর্ণ সন্তান; আমার ধনরত্ন রাখ্‌বার জায়গা নেই? ব্যাটা বলে কি? দে, যা কিছু আছে দে! বিলম্ব কর্‌লে, এই দেখ! এই অস্ত্র অমূল বক্ষে বসাব—দে—শীঘ্র বের্ কর্॥

নারদ। সত্য কহি—দিব তোরে সে সমুল্য নিধি,
নিরবধি ঘুচিবে অভাব তব।
কিন্তু আমি সুধাই তোমায়
নরহত্যা, মহাপাপ, কর তুমি যাদের কারণ,
কেহ কিরে হবে তোর সে পাপের ভাগী?
ভীষণ যাতনাময় নরকের মাঝে,
অনুক্ষণ যবে তব হইবে পীড়ন,
—হেন জন কেবা আছে তোর,
যন্ত্রণার ভার লবে কিছু?

রত্নাকর। পাপ! পাপ কি! পুণ্য কি? তাহা আমি

জানিনা, সে চিন্তা কখনও করি না। স্মরণ পথেও চিন্তাকে আসিতে দিই না। সে যা হয় হোক্—এখন কি রত্ন দিবি বল্লি! দে—আর সহ্য হয় না—শীঘ্র দে! নচেৎ সংহার! সংহার!

নারদ। কিঞ্চিৎ বিলম্বে—দোঁহে করিও সংহার।

ক্ষণিকের তরে মাত্র, ধর বাক্য মোর,
—বারেক জানিয়া এস কুটীরে তোমার
পাপ অংশীদার তব হবে কিনা কেহ॥

রত্নাকর। হাঃ! হাঃ! যা বল্লে আর কি! আমিও পশ্চাদপদ হই—আর তোমরাও চম্পট দাও। না—তা হবে না—আমি কোথাও যাবো না। কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসাও করিতে পারিব না। দাও—আমায় কি ধন দেবে বল্‌ছো—দাও শীঘ্র দাও। যা হতে হইবে মোর অভাব মোচন।

আমি হত্যাকারী—আজীবন।
পাপ পুণ্য কিছু নাহি জানি,
লভিতে বিশ্রাম—মনে হয় ক্ষণে-ক্ষণ।
দেহ সে রতন
যাহে—আজীবন অভাব না রবে কভু আর,
হবে স্বভাব সুন্দর,
হত্যাকারী দস্যু নাম ঘুচিবে আমার॥

নারদ। কহি সত্য সার—
দিব তোরে পরম রতন,

আনন্দে জীবন তব হবে অতিক্রম
—অভাব না রবে কভু আর ॥

রত্নাকর। তা—যেন—হল !! কিন্তু তোমাদের ছেড়ে দিয়ে যাব কি করে।

ব্রহ্মা। যাহ ত্বরা বিশ্বাসের ভরে,
তব অগোচরে,
হেথা হতে—কভু না যাইব মোরা ॥

রত্নাকর। উঁ—হু' ! ওসব কাজের কথা নয়। আমি তোমাদের প্রাণ বধে উদ্যত—আর তোমরা, আমার অবর্ত্তমানে, মরণের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকবে—সে কথা হতেই পারে না আমার কোন কথা জিজ্ঞাসা করার কিছুই প্রয়োজন নাই। দাও—কি দেবে বল্লে—শীঘ্র আমায় দাও ॥

ব্রহ্মা। দেখ রত্নাকর ! তুমি এক কাজ কর। আমাদের দেহের এই উত্তরীয় দ্বারা এই বৃক্ষে উভয়কে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া, নিশ্চিন্ত মনে গৃহে যাও। এবং তোমার পাপের অংশ-ভাগী কেহ হইবেন কিনা, ত্বরায় জানিয়া এসো। তাহার পরে যদি রত্ন না পাও, অবশ্যই সংহার কার্য্য সম্পাদন করিও ॥

রত্নাকর। আচ্ছা। তাই হোক্ ! যা বল্‌ছো, তাই করি। এস দুজনকেই বেঁধে রেখে যাই (দৃঢ়রূপে বন্ধন করিতে করিতে) —থাক, বাঁধা থাক। জনমের মত বাঁধা থাক। বেশ কঠিন বাঁধনে বেঁধেছি, পালাতে পার্‌বে না। এই নাও, নর-শোণিত-পিপাসু অস্ত্র—এই তোমাদের সম্মুখে রহিল।

ইহাকে দেখিয়া পলে পলে আসন্ন মৃত্যু অনুভব কর। আমি ছুটে যাব আর ছুটে আসবো। ফিরে এলে—তখন !! তখন —অবশ্যই আমায় অফুরন্ত রত্ন দিতেই হবে।

[বেগে প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

দৃশ্য—রত্নাকরের দ্বাররুদ্ধ কুটির

বেগে রত্নাকরের প্রবেশ

রত্নাকর। খোল! শীঘ্র খোল! দ্বার মুক্ত করে দাও! (করাঘাত) খোল, দোর—খোল! কি আশ্চর্য্য! এ কি ঘোর নিদ্রা! নিশ্চিন্তে—কি সুখে, কি আরামে, ঘুম!—আর আমার! আমার নিদ্রা নাই! আমার আরাম নাই! আমি ব্রহ্মহত্যাকারী! নরহত্যাকারী! আমার আরাম কোথা? একি! এখনও খুল্লে না! খোল! (পুনঃ পুনঃ করাঘাত) দোর খুলে দাও—নয় ভেঙ্গে ফেলি। (অগ্নিমালীর দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া)—মাগো! দোর যে ভেঙ্গে ফেল্‌লে (সভয়ে) ওমা একি?—এমন হয়ে এলে কি করে?

রত্না। হ্যাঁ এসেছি। এখনি ফিরে যাব। যা তোমায় জিজ্ঞাসা করি—সব কথার ঠিক্‌ঠাক্ জবাব দাও। তোমাদের সত্য কথা নিয়ে, ফিরে যাব। ছুটে যাব, তাদের কাছে যাব—তা[illegible] গাছের গায় বেঁধে রেখে এসেছি, পাছে

পালিয়ে যায়! তাদের কাছে গেলেই, অমূল্য রত্ন পাব—যা পেলে, আর আমায় নরহত্যা, ব্রহ্মহত্যায় উপার্জ্জন করিয়া তোমাদের পোষণ করিতে হবে না। চিরজীবন,—সুখে, তোমাদের মতন, আরামে, নিশ্চিন্তে, নিদ্রা যেতে পারবো।

অক্ষি। ওমা! ও সব কথা কি বল্‌ছো গো!

রত্নাকারের বৃদ্ধা মাতার প্রবেশ

মাতা। হ্যাঁগা বৌমা! আমার রতন এল বুঝি? হ্যাঁ মা, রতন রাগ কর্‌ছে কেন?

হ্যাঁ রতন! (বিস্ময়ে) ও মা!—এ কে! এ আমার রতন!—না আর কে গো!

রত্নাকর। না মা! না! রতন নয়! তোমার ছেলেই বটে, কিন্তু রতন নয়—এ দস্যু রত্নাকর!

মাতা। ও কি কথা বল্‌ছো—বাবা! বালাই ষাট্‌! দস্যু কেন হতে যাবে—বাবা তুমি আমার রতন ছেলে।

রত্না। না, না, নহিত রতন তব— মাতা!
—সত্য আমি দস্যু রত্নাকর
নীরব নিশীথ রা'তে, হায়, অসহায়
দীন-হীন, জীর্ণ শীর্ণ, দরিদ্র ব্রাহ্মণ,
যম-সম, দেখি যবে নিশ্চয় মরণ—
সভয়ে, কাতরে, সত্য বলেছিল মোরে
—হায় হায়!

মিথ্যা জ্ঞানে, 'উপহাসি' বলিয়া ব্রাহ্মণে,
কণা-মাত্র অর্থ হয় যে দুটি তণ্ডুলে ,
খায় নাই পশু পক্ষী ক্ষুদ্র কীটগণে,
করি বধ—সেই ধনে করি আমি সবারে পোষণ।
বুঝ, মা, কারণ—
কি কারণ ধরি নাম 'দস্যু রত্নাকর'
—কিন্তু, মাতা, সুধাই তোমায়,
—কহ সত্য সার
ব্রহ্মহত্যা নরহত্যা এই পাপ ভার—
লইতে সমর্থ কেহ আছ কি তোমরা ?

মাতা। মা গো ! ওমা ! সেকি কথা বাবা ! আমি তোমার বুড় মা, আর তুমি, আমার উপযুক্ত ছেলে,—খেতে পর্‌তে দিচ্ছ, ভাল কাজই করছো। পাপের ভাগী কি কর্‌তে আছে বাবা ? এখন আমার এই শেষ দশায়—যা'তে পরকাল থাকে, সেই কাজই তোমার করতে হয়। ছিঃ বাবা ! ও কথা আর মুখে এনো না।

চ্যবণ ঋষির প্রবেশ

পিতা। হ্যাঁ গিন্নি ! এত রাতে কি গোলমাল কর্‌ছো তোমরা ? রতন, কি বল্‌ছে, তোমাদের ?

গিন্নি। কি জানি—কি সব পাপ ভাগ নিতে বল্‌ছে। হ্যাঁগা ! বুড় বয়সে চারকাল কাটিয়ে, এখন পাপের বোঝা নিয়ে পাপী হতে যাব কেন ?

পিতা। রত্নাকর! একি কথা কহিছ মাতায় তব?
অতি বৃদ্ধ পিতামাতা, আমরা দুজন,
— কি কারণ লব পাপ ভার?
অক্ষম যখন তুমি ছিলে শিশুকালে,
তখন—লালন পালন ভার ছিল আমাদের।
এবে মোরা বৃদ্ধ দোঁহে,—তুমি পিতা সম,
পাপ পথে,—কিম্বা পুণ্য-পথ উপার্জ্জনে,
ভরণ পোষণ কার্য্য কর্ত্তব্য তোমার।
কি কারণ লব পাপ ভার?
নাশশীল পাপমতি,—পরিণাম?—নরকে নিবাস।

রত্নাকর। ঠিক্ কথা। অতি সত্য—
কিন্তু, হায়! কোথা 'সত্য' মোর?
হায়! হায়! প্রবঞ্চনাময়,
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর নরহত্যাকারী 'দস্যু আমি—
হায়! হায়! কি হবে উপায়—
কেমনে পাইব ত্রাণ—এ যাতনা হ'তে।

পত্নী। ওগো! তুমি অমন করছো কেন? ওগো! আর পাপ কাজ কোরনা। ওগো সব পাপ মুছে ফেল। নরহত্যা করে আর আমাদের ভরণ পোষনের কাজ নাই। ভগবান যেমন ক'রে হোক্, চালিয়ে নেবেন।

রত্নাকর। না! আর পার্‌বো না! আর নরহত্যা ব্রহ্মহত্যা কর্‌তে পার্‌বো না, হায় হায়, কি করি উপায়—

কহ পত্নি ! কি করি এখন,
ব্রহ্মহত্যা মহাপাপে হয়েছি মগন ;
তুমি, কিম্বা তব পুত্র কন্যাগণ,
কেহ কি লইতে পার—হেয় পাপ ভার ?

পত্নী। ওগো ! না গো না। পাপের ভার আমি সহ্য করতে পার্‌বো না। না—না, তুমি আর আমায় পাপভাগী হ'তে বোল না—পাপকর্ম্মে ভীষণ যন্ত্রণা। তোমার ছেলেমেয়ে বড় ছোট ছোট ! তারা অতি নির্ম্মল, তারা পাপপুণ্য কিছুই জানে না। তারা কেবল তোমাকে আমাকে সব প্রাণটুকু ঢেলে ভালবেসেই আনন্দে থাকে। তাদের যন্ত্রণা দিতে পার্‌বো না, তুমিও তাদের পাপভার দিয়ে যাতনা দেখে, আরও যন্ত্রণা পাবে ! ওগো ! তুমি পুণ্যাত্মা হয়ে ফিরে এস। আমি তোমার সেবা যত্ন করে—আমার জীবনের সকল সুখ, সকল আনন্দ, পূর্ণ কর্‌বো।

রত্নাকর ! সত্য কহিয়াছ, প্রিয়ে, আনন্দ কারণ,
কিন্তু আমি—অতি হীন জগৎ মাঝারে।
যদি কভু পাই আমি সে অমূল্য নিধি—
সর্ব্ব পাপ মুক্ত যাহে হয়—
তবেত আসিব ফিরে সম্মুখে তোমার।
নতুবা এ জনমের মত, হইনু বিদায়—
হায় ! হায় !—কি হবে উপায়—
যাই ! যাই ! ছুটে যাই।

বাঁধিয়া রেখেছি যথা সে সাধু দোঁহারে,
কহিয়াছে দিবে মোরে, 'সত্য' অমূল্য রতন
হয় যাহে পাপ বিমোচন—পাপাত্মার উদ্ধার উপায়।
হায়! হায়! কি উপায় হইবে আমার?

[বেগে প্রস্থান।

শাশুড়ী। ওমা! হ্যাঁ বৌমা, রতন চলে গেল? কোথা গেল? কি সব বলে গেল মা।

বধূ। হায় মাতা কি বলিব আমি
হীনমতি নারী—পাপপুণ্য কোন কর্ম্ম
না পারি বুঝিতে।
পতি পুত্র মুখ চাহি গৃহকর্ম্ম লয়ে—
শ্রীহরি স্মরিয়ে, মাগো, থাকি নিশিদিন।
কি যাতনা পুত্র তব হৃদয়ে পোষণ
করিয়াছে—না পারি বুঝিতে।
শৈশব হইতে জানি দীনবন্ধু হরি,
তাঁহারি চরণ স্মরি—রহ গো জননী।
পতিত-পাবন—পতিত মানবে, আহা, দেখেন যখন,
লন তুলে স্নেহময় কোলে তাঁর,
—যেমতি ধর গো মাতা সুধা বক্ষে তব,
হীনমতি অধম সন্তানে।
চল মাতা, চল সবে শয়ন আগারে,
শ্রীহরি চরণ স্মরি লভিতে বিশ্রাম—

দীনবন্ধু বিপদ ভঞ্জন হরি—
ডাকিলে তাঁহারে—অবশ্য হইবে সর্ব্ব বিপদ বিনাশ।

শ্বশুর। তাই চল মা, হরি কৃপাময়, রক্ষা কর।
রক্ষা কর——সন্তানে আমার॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

গভীর অরণ্যে, বৃক্ষ গাত্রে বন্ধন অবস্থায় ব্রহ্মা ও নারদ।

ব্রহ্মা। হের ঋষিবর—মরি! কি সুন্দর,
অলক্ষিত গোবিন্দ কৌশল।
আকুল আকাঙ্ক্ষা কিবা জাগায়ে অন্তরে,
হত্যাকারী দস্যু রত্নাকরে
সর্ব্বপাপ মুক্ত আজি করিবেন হরি—
অহৈতুকী কৃপা হেন কে করিবে আর,
হরি সারাৎসার—
'পতিত-পাবন' নাম, হের চমৎকার।

নারদ। কে বুঝিতে পারে বল শ্রীহরি মহিমা।
'পরা' শক্তি অনন্তের আদ্যাশক্তি যত,
অবিদ্যা প্রভাবে খ্যাত 'অপরা' নামেতে॥

অবিনাশী ! নশ্বরত্ব করিয়া গ্রহণ,
সৃষ্টির কারণ—
মর্ম্মস্থলে 'বাসনার' করেন সৃজন।
উৎপাদন হয় তাহে পঞ্চ মহাভূত
—অতি অদ্ভূত এই মরময় দেহী ॥
হ'য়ে আত্মতত্ত্ব হারা,
—জন্ম মৃত্যু জরা
'অহঙ্কারে'—করে যত 'মমত্বের' খেলা,
ভোলানাথ-লীলাতত্ত্ব না পারে জানিতে ॥

ব্রহ্মা। অবিদ্যা আচ্ছন্ন এই রত্নাকর বীর
উদার হৃদয় ঢাকা মোহ আবরণে,
নাহি জানে প্রকৃতির উদার স্বভাব,
—জীবের পালন ভার নিহিত যাঁহাতে ॥

নারদ। কর্ম্মক্ষেত্র এই ধরাধাম—
'কর্ম্ম' লাগি প্রকৃতির বহু রূপান্তর,
লীলাময় নিত্য লীলা করেন জগতে,
সে কারণ কেহ হয় জ্ঞানী,
অজ্ঞান জড়িত কেহ, ঢাকা জ্ঞান আঁখি।
নাহি জানে ধর্ম্ম,
করে হেয় কর্ম্ম,
—অবসানে, অবসাদে, যাতনা বিহ্বল।
যায় সুখ আশা,

শান্তির পিপাসা জাগে মর্ম্মস্থান হতে,
হরে বাহ্য জ্ঞান।
ভোগের সন্ধান ত্যাজি—প্রেমের আশায়,
ছুটে মন কোথা শান্তি বলি?
করি কঠোর সাধনা,
ব্রহ্ম আরাধনা,
বিফল না হয় কভু সাধনার ফল।
কৃপাময় হরি—করুণা বিতরি,
মুছে দেন হৃদয়-কালিমা—
ভস্ম হয় পাপ—ঘুচে মনস্তাপ,
'চিদানন্দে' প্রেমানন্দ হয় অনুভূত।
এমনি মধুর, আহা, শ্রীহরির লীলা।

নারদ ঐ দেখ, রত্নাকর, উন্মাদের প্রায়
—লক্ষহারা আসে ছুটে বিবেকের বলে॥

ব্রহ্মা লহ—কোলে,
—হে দয়ার নিধি,
নিরবধি, ভক্ত তুমি, মঙ্গল সাধনে।
কর কৃপা দান,
করুণা নিধান,
মহামন্ত্র রাম নাম দাও দীন জনে
—যে নাম সাধনে
পূর্ণ মনস্কাম, আহা, হবে রত্নাকর॥

বেগে রত্নাকরের প্রবেশ।

রত্নাকর। না! না!! নাই! নাই!!
ত্রিসংসারে কেহ নাই মোর
—আমি চোর—
হত্যাকারী, পাষণ্ড দুর্জ্জয়,
কহ দয়াময়—
কেবা হয়, হেয় পাপ ভাগী।
অনাচার প্রবৃত্তি আমার,
হিংসাপূর্ণ হৃদয় আগার
সেচ্ছায় যাতনা বক্ষে কে লইতে পারে?
নৃসংশ আচারে,
—অসহায় কত শত নরে,
এই করে করেছি সংহার।
সেই পাপ ভার—
বল! কে সহিবে আর?
হায়! হায়—কি করি উপায়?
কোথা যাব?
কেমনে ধরিব—এই জ্বালাময় প্রাণ॥

নারদ। রত্নাকর! কহিয়াছি যথার্থ বচন,
দিব 'সত্য' অমূল্য রতন,
সর্ব্ব পাপ বিমোচন হইবে তোমার।
বন্ধন মোচন কর আমা দোঁহাকার॥—

(বন্ধন মোচন করিতে করিতে, রত্নাকর)

হায়! হায়! হতভাগ্য আমি—অতি অভাজন,
হে সুজন! কর কৃপা পতিত বলিয়ে,
দয়াময়! দয়াময়!
অজ্ঞানের অপরাধ করহ মার্জ্জনা,
দাও কৃপা কণা—
চরণেতে ধরি—পাপাত্মা জীবন ধন্য কর নিজগুণে ॥

[নারদের চরণ ধারণ

ব্রহ্মা। রত্নাকর! ওঠ, কর স্থির মতি—
সদয় জগৎ-পতি—পতিতের প্রতি,
'পতিত-পাবন' নাম করবে গ্রহণ।

উন্মত্ত হয়া রত্নাকরই। দাও! দাও! কার **নাম** দেবে, দাও! কার কথা বল্‌বে, বল! পাপের তাড়নায় প্রাণ জ্বলে গেল, ভাল করে আমার প্রাণের ভিতর 'নাম' ঢেলে দাও! আমার **সর্ব্বপাপ মুছে দাও!** আমি অতি হতভাগ্য চোর—নরহত্যাকারী !!!

নারদ। রত্নাকর! ধর বাক্য,—মনস্থির করি,
লহ হৃদে অমূল্য রতন।
দিবানিশি, শয়নে স্বপনে,
কর জপ—রাম, রাম, নাম।॥

রত্নাকর। কি বলিলে, দয়াময়, বল আর বার।
হায়! হায়!!—পাপভারে জড়িত রসনা,

—রুদ্ধ শ্রবণের দ্বার।
সংহার! সংহার!—ধ্বনি বাজিছে অন্তরে!
কি করি উপায়!
কেমনে ধরিব নাম?
কেমনে হইব পার দুস্তর সাগরে?

নারদ। রত্নাকর!—শোন আর বার,
হরি সারাৎসার,
মুক্তি যাঁর—নামের মহিমা গুণে।
ধর রাম নাম,—জপ অবিশ্রাম।
বল, বল, জয় রাম—জয় সীতারাম!
ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ
সর্ব্ব পাপহরো হরি।

রত্নাকর। অহো! কি করি!
কিবা বাক্য কহ মোরে—না পারি বুঝিতে।
জাগে অন্তরেতে—আতুরের হাহাকার,
আর্ত্তধ্বনি যত।
কত মৃত ছিন্ন শির, ভাতিছে নয়নে,
নিস্পন্দ নয়নে, বদনে ভয়ার্ত্ত রেখা রয়েছে অঙ্কিত।
স্কন্ধচ্যুত কত দেহ, শত রক্তধারা,
দিশাহারা করিছে আমায়—
হায়! হায়! কি উপায়!! কহ সত্য করি

কেমনে হে তরি
ভয়ঙ্কর পাপ সিন্ধু হ'তে ॥

ব্রহ্মা। (নারদের প্রতি) মৌন কেন হেরি ঋষিবর ?
উপায় করহ, দেব ! সাধনার পথে,
উদ্ধার যাহাতে হয় দস্যু রত্নাকর ॥
নারদ ! ভক্ত বিনা প্রেম আছে কার ?
ভক্ত প্রেমে বাঁধা ত্রিসংসার।
প্রেম বলে, করুণা আধার তুমি, জীবের কারণে।
তমোগুণে জ্ঞানহারা অন্ধ রত্নাকর,
সুধার আকর নাম না শোনে শ্রবণে।
নিজগুণে যত্নবান্ হও হে দয়াল !
পাষাণে উর্ব্বরা কর মহামন্ত্র দানে ॥

নারদ। কি কহিব, চতুর্ম্মুখ, পাষাণের কথা।
প্রস্তর হইতে পাপ অতীব কঠিন,
ক্ষমা দয়া হীন, নীচবৃত্তি উদ্ভব তাহাতে,
তিমিরে আচ্ছন্ন সদা পাপাত্মা অন্তর ॥

ব্রহ্মা। ঋষিবর ! হাসি পায় বচনে তোমার।
ত্রিসংসারে কি অসাধ্য তার,
কৃষ্ণ ভক্তি লভে যেই জন ?
ভক্ত দরশনে বিমোচন হয় সর্ব্বপাপ,
মন্ত্রদানে ঘুচে মনঃস্তাপ,

উত্তাপ শীতল হয় জপি রাম নাম,
মনস্কাম পূর্ণ কর—কৃপা-কণা দানে ॥

নারদ। রত্নাকর! ব্যথিত হৃদয় হয় হেরিয়া তোমায়,
করিব উপায় সত্য ঘুচাতে বিষাদ,
সুধামাখা রামনাম, আনন্দের স্বাদ,
লভিতে সমর্থ হবে জীবনে মরণে ॥

রত্নাকর। হায়! হায়! কি কহিব মহাঋষি রসনা আমার
—পাপভারে জিহ্বা জড়াকার,
নাম সার—না পারি করিতে।
দৃষ্টিহীন দুই আঁখি হইয়াছে 'মরা'—
শবাকার হেরি বসুন্ধরা—
মরা'! মরা! সব মৃত্যুময়!
মরা আমি! মরা তুমি! মৃত তরুলতা।
গগন পবন কহে মৃত্যুর বারতা—
পশুপক্ষী চিরনিদ্রা করেছে গ্রহণ,
অগণন রাশি রাশি মৃত্যু রূপ দেখি ॥
কহ মুনি!
একি কথা শুনি চতুর্দ্দিকে?—'মরা' 'মরা' ধ্বনি হয়।
মৃত্যুরূপী ছায়া দেখি নাচিছে অন্তরে,
চারিদিকে হাহাকার করে।
তবে—বল কি প্রকারে,
করিবে—এ অধমের উদ্ধার সাধন।

নারদ। জড় সম মৃত রূপ কর আরাধন,
তবে ত 'চেতন' রূপে হবে বর্ত্তমান।
'মরা' 'মরা', সব মৃত কর দরশন।
আশাপাশ শতগ্রন্থি হইবে ছেদন,
অনন্ত জীবন পাবে অনন্তের সনে।
'মরা' 'মরা' জপ অনুদিন,
আসিবে সুদিন যবে হৃদয় মাঝারে,
আপন 'স্বরূপে' হবে 'চৈতন্য' উদয়,
নাহি রবে মৃত্যুরূপ আর।
অমৃতের জীবন্ত আকার আনন্দের উৎস
প্রাণে করিবে প্রদান।
'মরা', 'মরা' নাম—জপ অবিশ্রাম।
গভীর কানন মাঝে কর অবস্থান,
করিনু প্রস্থান মোরা।
দেখা পাবে যোগ-সিদ্ধি কালে।

[উভয়ের **অন্তর্দ্ধান**

রত্নাকর। (চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করতঃ) মরা! মরা! সব মৃত্যুময়!
এই আছে!—এই আর নাই!
এসেছিল যারা দুইজন—
করেছে গমন সেই মরণের পথে।
মরা! মরা! পিতা হবে শব!
স্নেহময়ী মাতা—হেরি মরণ আকার।

পত্নী, আমি, দেখি দোঁহে মৃত দেহধারী।

ঐ! অনন্ত আকাশ, ব্যোম্, দেখি শবাকার।

রবি, চন্দ্র, তারা,—সবে জ্যোতিহীন

মৃত-আঁখি তারা সম।

শবরূপা—পদতলে পড়িয়া মেদিনী॥

মরা, মরা—হাঃ, হাঃ, হাঃ, একি কথা শুনি?

নীরব নিস্তব্ধ শুধু 'মরা' 'মরা' বলে।

মরার স্পন্দন—মরার কম্পন—

নাচে মৃত্যু দুই বাহু তুলে।

উতরোলে বলে শুধু

মরা! মরা! মরা!

[মরা মরা করিতে করিতে বন পথে প্রস্থান

ড্রপসিন্।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক—স্থান—গভীর অরণ্য, প্রকৃতি—উষাকাল।

গাহিতে গাহিতে বনবালকগণ একে একে বহির্গত

১ম। ভোরের আলো ঘুম ভাঙ্গালো,
উঠ্‌লো জেগে সকল পাখী।

২য়। (আর) কেমন কোরে মার কোলেতে
চুপ্‌টি ক'রে শুয়ে থাকি॥

৩য়। ফুটেছে ফুল—থরে-থরে,

৪র্থ। আহা! প্রাণ মাতান গন্ধ কেমন, বেড়ায় আমোদ ক'রে।

৫ম। আর ইচ্ছা করে প্রাণটি ভোরে,
গন্ধ ধরে বুকে রাখি॥

৬ষ্ঠ। সন্ধ্যা সকাল বনের শোভা—

সকলে। হয় কত ভাই মনোলোভা—
গাছপাতা তাই হাসি মুখে, হয়ে আছে মোদের সাথী।
বন বালক আমরা সবাই বনটি নিয়েই সুখে থাকি॥

১ম বালক। আয়, ভাই, আজ একটা নতুন খেলা খেলি আয়। এই গাছটা বেশ বড়—এই গাছটাকে রাজা করি।

২য় বালক। আর এই গাছটা বেশ ঝাঁক্‌ড়া ঝোঁক্‌ড়া বৌটির মতন—এটা ভাই রাণী হলে বেশ মানাবে। (অপরের প্রতি)প্র

৩য় বালক। তার চেয়ে ভাই তুমি রাজা হও আর তুমি ভাই রাণী হও, তা'হলে বেশ দেখাবে।

৪র্থ বালক। আর ভাই আমরা সকলে তোমাদের সখা সখি হব।

৫ম বালক। বাঃ, বাঃ, বেশ হবে ভাই—বেশ মজার খেলা হবে।

গীত

১ম-বা। মজার খেলা খেল্‌বো এবার আমরা সকলে।
২য়-বা। বনের রাজা বনের মাঝে সাজবে বনফুলে॥
৩য়-বা। আমি, ভাই, গাঁথবো মালা—
৪র্থ-বা। আমি, ভাই, ফুল তুলিয়ে সাজাব ডালা—
৫ম-বা। আমরা ভাই লয়ে মালা—যত্ন ক'রে দোলাব দুয়ের গলে।
সকলে। হয়ে বনের রাজা, বনের রাণী, খেল্‌বো সকলে॥
৩য়-বা। গাইব আমি—পাখীর সঙ্গে গান।
৪র্থ-বা। আমি বাজিয়ে তালি—গানের তালে তুলবো মধুর তান।
৫ম, ৬ষ্ঠ। আমরা দুজন ঘুরে ঘুরে নাচবো প্রাণ খুলে।
সকলে। বনের রাজা বনের রাণী আমরা সকলে—
বাঃ, বাঃ, বাঃ, মজার খেলা খেল্‌বো, আহা, আমরা সকলে॥

(রত্নাকরের প্রবেশ)

রত্নাকর। মরা! মরা! মরা! গাছপালা মরা! পাহাড় পর্ব্বত মরা! জীব জন্তু মরা! এই বন জঙ্গল মরা! এই রাখাল বালক, এরাও মরা! যা কিছু দেখ্‌ছি সব—মরা

মরা ! সেই দুজন মরা মানুষে, মরা মরা জপ করতে বলেছে। গভীর জঙ্গলে মরা মরা জপ করতে বলেছে। এই ত গভীর অন্ধকার—মরা জঙ্গল। এইখানেই জপ করি। অরণ্যও মরা ! আমিও মরা—মরা মরা জপ করি ॥

[মরা মরা জপিতে জপিতে উপবেশন ও মরা মরা জপ

বালকগণ। (বিস্ময়ে) ও ভাই, দেখ ! এ কে এল ভাই ?

২য় বালক। তাইত ভাই ! মরা মরা বল্‌ছে !

৩য় বালক। বোধ হয়, ভাই, ভূত !

৪র্থ বালক। বাবা গো ! খেয়ে ফেল্‌বে। মা যে সেদিন রাক্ষসের গল্প বলেছিল—নিশ্চয় রাক্ষস !

সকলে। বাবারে ! খেলেরে ! ধর্‌লে রে ! পালা—পালা—

[সকলের দ্রুত প্রস্থান

রত্নাকর। মরা, মরা, মরা। মরা ছেলেরা বলে গেল রাক্ষস ! সত্যই ছিলাম রাক্ষস ! পূর্ব্বে যখন নরহত্যা কর্‌তাম তখন সত্যই রাক্ষস ছিলাম। এখন মরা মরা (ইত্যাদি জপ)।

(কুঠার হস্তে জনৈক কাঠুরিয়ার প্রবেশ)

কাঠুরিয়া। এই বনে খুব মরা গাছ আছে দেখ্‌ছি। আজ অনেক কাঠ কেটে নিয়ে যাব (রত্নাকরকে দেখিয়া) ও বাবা ! এ কে বাবা ! মরা, মরা কর্‌ছে দেখছি (প্রকাশ্যে) এই !—কেরে—তুই ?

রত্নাকর। আমি রত্নাকর ডাকাত ছিলাম, এখন মরা—মরা—মর—(ইত্যাদি জপ)।

কাঠুরিয়া। সে কিরে? সেই—যে রত্নাকর দস্যু ছিল, যে মানুষ খুন্ করে খেত, তুই কি সেই ডাকাত?

রত্নাকর। হ্যাঁ। এখন মরা, মরা, মরা (ইত্যাদি)

কাঠুরিয়া। বলিস্ কিরে? কবে মরে গেলি?

রত্নাকর। কাল রাতে। মরা, মরা, মরা (ইত্যাদি)

কাঠুরিয়া। সর্ব্বনাশ! রাতে মরেছিস্। তোর কেউ জানে না?

রত্নাকর। সকলেই জানে—মরা, মরা, মরা (ইত্যাদি)

কাঠুরিয়া। তবে কি তোর লাস পোড়ায় নি? তুই কি মরে রাক্ষস হয়েছিস্?

রত্নাকর। ছিলাম রাক্ষস,—এখন মরা, মরা, মরা (ইত্যাদি)

কাঠুরিয়া। হয়েছে! মরে যাওয়ার পরে দেখছি অগতি হয়ে ব্যাটা ভূত হয়েছে। হবে না? নরহত্যা, ব্রহ্মহত্যা করলে ভূত না হয়ে কি যায়? দেখি, ব্যাটা কি বলে? এই রত্নাকর! তুই মানুষ আছিস্? না মরে ভূত হয়েছিস্?

রত্নাকর। ছিলাম ভূত—অনেক মানুষের রক্ত পান করেছি এখন আর ভূত নয়—মরা মরা মরা (ইত্যাদি জপ)

কাঠুরিয়া। (ভয়ে) এঁ্যা! ব্যাটা বলে কি!—ব্যাটা ডাকাত, নিশ্চয় মরে ভূত হয়েছে। বাবা—আর কাঠে কাজ নাই। এই কুড়লটা ত লোহা—এইটে বেটার গায় ফেলে পালাই! লোহা গায়ে ঠেক্‌লে ভূতের বাবারও ছেড়ে পালাতে হবে। (কুঠার ছুড়িয়া দিয়া) বাবারে! ভূতরে! ঘাড় মট্‌কালে রে—গেলাম! গেলাম! (বেগে পলায়ন)

রত্নাকর। মরা, মরা, মরা। মরারও মৃত্যু ভয় হয়—মরা মরা মরা !! মরা আমি—মরা তরুলতা। ভয় কোথা ? সব মরা, সব—মরা, মরা, মরা (ইতি জপ ও উপবেশন)

[গাহিতে গাহিতে কাঠুরিয়া বালকগণের প্রবেশ]

বালকগণ। কাঠ কাটা আর—চল্‌বে না ভাই,
কচিয়ে ওঠে—শুক্‌নো ডাল।
বন্‌কা ভিতর—নাম বেজেছে।
মন্‌কা ভিতর—বে-সামাল।
চিড়িয়া চিল্লায়—রাম রাম বুলি,
বাঘা ছাগলা—কোলাকুলি,
সাপ ভেক্‌সে—হিংসা ভুলি
মনের সুখে কাটায় কাল।
সীতারাম ভজন—করণেছে ভাই,
হেসে খেলে—কাট্‌বে কাল॥

(সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—রত্নাকরের কুটির।

রত্নাকর পত্নী। গীত

দিনে দিনে—দিন গত,
এ দীনার কি গতি হবে।
কখন আসিয়ে প্রিয়—
হৃদয়ে তুলিয়া লবে।

না জানি—কি অপরাধে

বঞ্চিত হয়েছি পদে,

জ্বালাময় প্রাণ—সখা ! বল, যাতনা কত প্রাণ সবে।

জান ত হে—গুণমণি,

আমি তোমার প্রেমাধিনী—

প্রেমের পরশে কেন—বঞ্চিত করেছ তবে।

(হায়) কোন্ অজানার—সনে আমার

—যাতনা মিশায়ে রবে ॥

রত্নাকর পত্নী। আহা, কত দিন চলে গেল,

কত নিশার অবসান হ'ল,

আমার দুঃখের আর অবসান হল না ॥

আহা ! সেই গম্ভীর নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রিতে—উন্মাদের মতন, লক্ষ্যহারা, কাতর আকুল কণ্ঠে,—আমার কেহ নাই, ত্রিসংসারে আমার কেহ নাই !—আমার সঙ্গের সাথী কেহ নাই—বলিতে বলিতে ঘন অন্ধকারে কোথায় মিশিয়ে গেছেন। আর ত তাঁহার সন্ধান পেলুম না ! আহা ! সে নয়নে তখন—কি ভীষণ নিরাশাই জেগেছিল ! যে নয়নে, এই অভাগিনীর নয়ন মিলিত হইলে, প্রেম এবং আনন্দে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত—সেই নয়নেই বিশ্বগ্রাসী নিরাশা লয়ে চলে গেছেন ! যে নয়নের মধুর দৃষ্টিতে, যাঁহার সস্নেহ নীরব আহ্বানে, হৃদয় হৃদয়কে আলিঙ্গন করিত, সেই নয়নই আকুল অসহায় হয়ে—লক্ষ্যহারা হয়ে চলে

গেছে ! হায়—হায় ! অতি হতভাগিনী আমি ! তাই তখন মুক্তকণ্ঠে বল্‌তে পারি নাই—ওগো ! তোমার আমি আছি। —ওগো ! আমি পাপপুণ্য কিছুই জানি না—আমি কেবল তোমাকেই জানি। তুমি আমার অতি পবিত্র ! তুমি আমার অতি নির্ম্মল। অতি শ্রেষ্ঠ ! অতি সুন্দর ! সুন্দর ! শুধু ভালবাসাময় ! আহা ! তাহলে ত আজ আমায় এমন করে একাকিনী ফেলে ভুলে থাক্‌তে পার্‌তেন না।

উঃ ! না—তখন পারিনি ! তখন ও কথা আমার মনে জাগেনি। তখন সেই ব্যাকুলতা—সেই নিরাশা—আমায় অভিভূত করে ফেলেছিল ! তাই তখন বল্‌তে পারিনি —ওগো ! তুমি শত দোষে দোষী হইলেও, তুমি আমার বড় আপনার, আমি তোমায় দেখে, তোমায় ভালবেসে বড় সুখে থাকি।

গীত

বাসি যারে ভাল—সেই আমার ভাল।
ভালবাসা নাহি চাহে প্রতিদান।
সে ছবি হৃদয়ে—জাগায়ে যতনে,
পদতলে রাখি কাতর প্রাণ।
শূন্য জীবনে নিরাশা শয়নে,
যাপি দিবানিশি—নীরব রোদনে।
এ মরম ব্যথা—অন্তরের গাথা,
শুধু কাতরতা মাখান গান।

[প্রস্থান।

রত্নাকরের পুত্রদ্বয় ও পল্লীবালক চতুষ্টয়ের প্রবেশ।

রত্নাকরের ১ম পুত্র। না ভাই আর তোমাদের সঙ্গে খেল্‌তে যাব না।

১ম পল্লীবালক। কেন ভাই—আমাদের কি দোষ ভাই।

রত্ন ও ২য় পুত্র। দোষ কিছু নয় ভাই—কিন্তু যে ভয় হয়েছিল, যদি মরে যেতুম। একেত বাবা কোথা চলে গেছেন। মা দিনরাত কাঁদেন—তার উপর আমরা মরে গেলে, মা কি করে বাঁচ্‌বে ভাই ?

২য় পল্লীবালক। বালাই—মরে যাবে কেন ভাই ?

৩য় বালক। তা ভাই—ভয় পেলে কি মানুষ মরে যায় না ? বাবা ! আমি ত ভয়ে আধমরা হয়ে ছিলুম। ওমা ! কেউ কোথাও নেই ! চারিদিকে গাছপালা, বন জঙ্গল, আর উঁই ঢিবি। ওমা ! তার ভেতর থেকে কে—রাম রাম, রাম রাম, কর্‌ছে ! এতে আর ভয় হবে না ?

রত্নাকরের ২য় পুত্র। নে ভাই,—চুপ্‌ কর্। মা শুন্‌লে এখুনি ভয়ে, দুঃখে, আরও কাঁদ্‌বেন।

১ম পল্লীবালক। বাবা গো ! মানুষ নেই, জীবজন্তু নেই, কি জানি—কে কেবল মরা, ম—রা, ম—রা, ম—রা, অবিশ্রাম করছে।

২য় বালক॥ সত্যি ভাই—আমারও বড় ভয় করছে—বোধ হয় ও বনটায় ভূতে বাসা বেঁধেছে। তা না[illegible]লে—বনটার

চতুর্দ্দিক থেকেই মরা ম—রাম—রাম—রা শব্দ ঘুরে ঘুরে কখন বেড়াতে পারে ?

রত্নাকরের ১ম পুত্র ॥ সেই জন্যেই বল্‌ছি—আর খেল্‌তে যাব না, ভাই—তোরা ভাই, এই বেলা ঘরে ফিরে যা। সন্ধ্যা হয়ে এ'ল—অন্ধকারে বাবা কোথায় হারিয়ে গেছেন। তোরা যদি আবার হারিয়ে যাস্ ভাই—তাহলে বড় কান্না পাবে। ভাই—এই বেলা বাড়ী যা।

পল্লী বালক ॥ যাই ভাই—কিন্তু তোরা ভাই সকালে খেলা করতে যাস। আমরা আর দূর বনে খেল্‌তে যাব না। (অপর বালকের প্রতি) আয় ভাই—বেলা গেল, বাড়ী যাই।

সকলে গীত

বেলা গেল—সন্ধ্যা হল,
—আয়রে, সবাই ঘরে যাই।
গভীর বনে—গান বেজেছে,
রাম, রাম, নাম,
মরণের ভয় আর ত নাই।
নাম শুনেছে—তরুলতা
নাম ধরেছে—গাছের পাতা।
ফুটেছে ফুল—বল্‌ছে হেসে শ্রীরামের কথা।
এমন, নাম পেলে ভাই—সবাই বলে,
আমরা নামের গুণ যে গাই।
বেলা গেল—সন্ধ্যে হল—চলরে, নেচে ঘরে যাই।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক—গভীর অরণ্য

অর্দ্ধ অঙ্গ বল্মিক দ্বারা আবৃত।

রত্নাকর। মরা! মরা! মরা!
এই হাতে মারিয়াছি কত!!
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটের দংশনে
কত ব্যথা লাগিতেছে প্রাণে।
কিন্তু হায়! ছিল হৃদি পাষাণ সমান—
পর ব্যথা অনুভব হ'ত না পরাণে।
করিয়াছি যত মহাপাপ,
মনস্তাপ শতগুণ তার—
জ্বালাময় তাপ বহ্নি—জ্বলিছে অন্তরে॥
অহো! কি করি –
বলি কিবা নাম—
জপে মন, অনুক্ষণ, মরা মরা নাম
শ্মশান!! শ্মশান!!—হৃদি হয়েছে আমার

(নারীবেশে ভাগ্যদেবীর গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

ভাগ্যদেবী। গীত

করমে গঠিত করমে সঞ্চিত
বিশাল বিস্তৃত অনন্ত কায়—
উঠে নানা ছলে ভাগ্য ফল বলে
অলক্ষিতে 'ভাব' প্রকাশ পায়—
হাসে 'মায়া' যত 'ছায়া' তত দোলে।
কাঁদে কত 'মায়া'—কত ছায়া খেলে।
কে জানে কোথায়—কি যে কথা বলে।
স্বপনে মিশায়ে—রয়েছে, হায়।
স্বপন গঠিত—স্বপন অঙ্গ।
কত আশা—কত নিরাশা সঙ্গ।
এ 'ভাব' প্রসঙ্গ—মরিচীকা ভ্রম।
স্বপনেরি কোলে মিশায়ে যায়॥

রত্নাকর। মরা ! মরা ! মরা !
মরা মানুষে—মরা স্ত্রীলোকে
মরা গান গাচ্ছে॥

ভাগ্যদেবী॥ না, বাবা ! না,—আমি ঠিক মরা নয়।

রত্নাকর॥ মরা, মরা, মরা ! তবে তুমি কি ?

ভাগ্যদেবী॥ আমি মানুষের, 'ভাগ্য'। যে মানুষে যেমন কাজ করে—সেই, সেই, কাজের সঙ্গে আমি বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠি—এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াই, আর কর্ম্ম অনুসারে ফল প্রদান করে থাকি—

রত্নাকর ॥　মরা ! মরা ! মরা ! মৃত আমি অনুক্ষণ !
কৃত কর্ম্ম, ভাগ্যফল, হয়েছে স্বপন—
নীরব নিস্পন্দ ক্ষেত্রে—ছায়াসম ভাসে।
মরা, মরা, মরা ! মরা, মরা, মরা !

ভাগ্যদেবী ॥　সেই জন্যই ত, বাবা !—চলে যাচ্ছি। সেই জন্য যাবার সময়—তোমায় দেখা দিয়ে যাচ্ছি। তোমার তপস্যা প্রভাবে, আমি যে স্বয়ং কর্ম্মফল-রূপা ভাগ্যদেবী, আমিও বড় সন্তুষ্ট হয়েছি, তোমার নিকট হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় হচ্ছি। তাই বলি,—যাবার সময় তোমায় বর প্রদান করে যাব। রত্নাকর ! তুমি আমার নিকট কিছু বর গ্রহণ কর ॥

রত্নাকর ॥　নাহি আশা--বিতৃষ্ণা সকলি—
মৃত দেহে আছে মাত্র—জীবন 'উপাধি' ॥
তুচ্ছ বর—কিবা প্রয়োজন ?
জীবন 'উপাধি' মোর—মরা মরা নাম।

ভাগ্যদেবী। পূর্ণ মনস্কাম !!
ভাগ্যফলে লভে যেই—'উপাধি' জীবন,
সাধনার আর তার নাহি প্রয়োজন।
—জনম মরণ,—নাহি রয় কোনকালে।
কালরঙ্গ ভঙ্গ তব—চিরদিন তরে।
অচিরে করিবে লাভ—'অমৃত'-স্বরূপ।

[প্রস্থান

রত্নাকর। মৃত ! মৃত !! মৃত !!!

মৃতরূপে জীবন্ত মূরতি ! একি শুনি !!

ধীরে ধীরে বলে কার নাম,—অন্তর আমার ?

করুণা নিধান ঋষি—বলেছিল যাহা।

স্থির হও সর্ব্বেন্দ্রিয়—ঐ শোন নাম !

নাম সনে—ঐ শোন নুপুর গুঞ্জন।

বহুছন্দে বন্দে সবে—রাম রাম নাম।

জয়রাম সীতারাম

বিজয় ঘোষণা করে—আনন্দে অন্তর।

সর্ব্বপাপ মনস্তাপ—হয় বিদূরিত ॥

জড় দেহ !—আর নাহি চাহি তোরে।

হও জড়রূপ—মৃত্তিকার স্তূপ,

—নশ্বরের নাহি প্রয়োজন।

অবিনাশী পেয়েছি হৃদয়ে,

—জপ মন, জপ রাম নাম,

বাসনা নির্ব্বাণ যাহে হয়।

জপ হৃদি অনুক্ষণ—রাম, রাম, নাম।

গগন পবন গাও—রাম গুণ গান

নির্ব্বাণ !! নির্ব্বাণ—সন্তাপ যত রাম নাম গুণে।

সর্ব্বদেহে, সর্ব্বেন্দ্রিয়ে—ধ্বনি হও, রাম রাম নাম।

রামরূপ, হেরি হৃদে—জুড়াক পরাণ।

নষ্টে মৃত—**অমৃত এ রাম রাম নাম** ॥

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক—রত্নাকরের কুটির।

রত্নাকর পত্নী ও পুত্রদ্বয়।

র-পত্নী! আর ত প্রাণে সহ্য হয় না। কোথায় যাই—কি করি—স্বামী নিরুদ্দেশ! অনাহারে সন্তানগুলি মৃতপ্রায়। এ হতভাগ্য প্রাণ বড়ই কঠিন। এত যাতনায়ও মৃতদেহে জীবন রয়েছে! হায় মৃত্যু! কোথা তুমি! এস—আমার কাছে এস! তুমিই আমার বিশ্রাম—তুমিই আমার শান্তি! তুমিই আমার সুখ?

১ম পুত্র। মা! মা!—মা আমার, চুপ কর মা। ঐ দেখ খোকা খুকি তোমাকে দেখে, তোমার কান্না শুনে, কেঁদে আকুল হচ্ছে।

রত্নাকরপত্নী। হোক্! আমি কি করবো। যে অভাগা পিতৃহারা সন্তান হয়, তাহাদের রোদনই চির সহচর। কাঁদ! তুমিও কাঁদ। তোমার ভাই বোনও কাঁদুক। আমার হাসি নাই। আমার কান্নাও নাই। আমার সুখ নাই। আমার দুঃখও নাই—আমি মরা। পতিহীনা নারী মরা। পতির অদর্শনে আমি মরা। বিরহে, শোকে—দুঃখে—আমার আশাতৃষ্ণা সকলি নির্ব্বাণ হয়েছে। আমি আছি মাত্র শুধু মরা মানুষ। তোমাদের পিতা নাই, মাতাও মরা। আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমার কাছে মরা। আমি অনন্ত মরা-সহচরী হয়ে মরার সঙ্গে মিশে যাব। তোমরা কাঁদ—

চিরদিন কাঁদ। হাসি কান্নার—মাঝে থাক। কিন্তু আমার কিছু নাই। আমার মন মরা, ইন্দ্রিয় সকল মরা, দেহ মৃত। আমি চিরমরণের সাথী!—আঃ! বড় আরাম! বড় সুখ! বড় শান্তি! মরা আমার—আমি মরার। মরা! মরা! মরা!

[অন্ধকারে প্রস্থান

১ম পুত্র। হায়, হায়, কি হলো! মা কোথা গেল? মা?—মা? মা—কোথা তুমি চির অন্ধকারে মিশে গেলে? বাবার মতন তুমিও কোথায় গেলে?

২য় পুত্র। দাদা? দাদা? মা কোথা গেল? আমরা কার কাছে থাক্‌বো দাদা? বাবা, বাবা, চলে গেছেন—মাও চলে গেলেন! কে আমাদের কোল দেবে?

কন্যা। দাদা, দাদা, আমায় কোলে নাও—আমার বড় ভয় কচ্ছে। মা বলে গেলেন মরা, মরা। তবে ত তুমি আমি সব মরে যাব। বড় ভয় করছে—দাদা কোলে তুলে নাও।

(১ম পুত্র ভগ্নীকে ক্রোড়ে করিয়া) সকলে গীত।

পিতমাতা হীন—অনাথ সন্তানে,
কে দিবে স্নেহের কোলেতে আশ্রয়।
ওগো কে করিবে দয়া মায়ের মতন মায়া,
কোথা পাব আর সুধা সমুদয়
মা নামেতে সুধা—কত যে উথলে,
ঘুচে সকল ব্যথা—মা বোলে ডাকিলে,

গ'লে যায় হৃদি—মাতার কোল পেলে,
অমৃতের ধারা প্রবাহিত হয়।
ওগো নাহি সে জননী—স্নেহ পরশমণি,
সকলি আঁধার—কি দিবা রজনী।
যাই পথে পথে　মা মা ব'লে ডেকে,
মাতৃস্নেহ আশে—বাঁধিয়ে হৃদয়।

[সকলের প্রস্থান

প্রতিবাসী রমণীগণের প্রবেশ

১মা। ওমা একি গো—এরা মায়ে পোয়ে কেউ নাই!

২য়া। (বিস্ময়ে) ওমা! তাইত! ঘর দোর সব খোলা—কেউ কোথাও নেই। সব খাঁ খাঁ কচ্ছে। সব গেল কোথা?

৩য়া। আহা! রত্নাকর নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েই, সব গেল। বুড় বুড়ী শোকের জালায় মরে গেল। বউ দিনরাত কেঁদে কেঁদে, পাগলের মতন হয়েছিল। ছেলেমেয়ে তিনটা অনাহারে কঙ্কাল সার হয়ে গিছ্‌ল। বড় কষ্ট পেয়েছে। সেই জন্যে কষ্টের জ্বালায় কোথায় চলে গেছে।

২য়া। যাই হোক্—ঘরখানা বন্ধ করে যাই, এস। যদি ছেলে মেয়েদুটো আসে, তখন আর দাঁড়াবার স্থানটুকুও পাবে না।

৩য়া। যা বলেছ, তাই দাও। দোরটা বন্ধই থাক—যদিই ফিরে আসে। (দরজা বন্ধ করিয়া) আহা! মানুষের কখন যে কি অবস্থা হয়, দিদি, তা আর কেউ জানেও না, বল্‌তেও পারে না। এস যাই—আমরা আর কি করবো, বল।

২য়া। তা বইকি—চল।

[সকলের প্রস্থান

দুইজন চোরের প্রবেশ

(উঁকি দিয়া) দাদা—সব সট্‌কেছে। কেউ নেই।

২য়া। (উঁকি দিয়া) তাইত! বেড়ে সুবিধে। ব্যাটা রত্নাকর কত লোককে মেরে ধনকড়ী আন্‌তো—নিশ্চয় ঘরের মেজেয় পুঁতে রেখেছে।

২য় চোর। দাদা! ও আর দেখা শোনায় কাজ নেই। একটা সাবল যোগাড় কর—এই বেলা খুঁড়ে খেঁড়ে নিয়ে, চম্পট দেওয়া যাক্। কি জানি—যদি ছোঁড়া ছুটো ঘুরে এসে, আবার জুড়ে বসে।

১ম। সেই ভাল—তুই সাবল খোঁজ। আমি এ সব ততক্ষণ গোছাই।

২য়। না, না, তুমিই সাবল খোঁজ। আমিই এই কাপড়—
(দ্রব্যাদি সংগ্রহে ব্যাপৃত)

১ম। এই দেখ্, ব্যাটা! করে কি ব্যাটা! তুই সব নিলি, আমি কি নেব। দে ব্যাটা, দে।

২য়। আরে দাদা—ছাড়্। (ছিন্ন বস্ত্র টানাটানি করিতে করিতে উভয়ে) আরে দাদা, ছাড়! ছাড়, শালা ছাড়্।

১ম। দে শালা—দে, দে, ব্যাটা দে।

(ছিন্ন বস্ত্র ছিঁড়িয়া উভয়ের হস্তে লইয়া)

১ম। ব্যাটা সব নিয়ে পালাবে—আর আমি মাঠে মারা যাই।

২য়। দাদা, রাগ কর কেন? এ কুঁড়েতে আর কিছুই নেই। এই তুমি অর্দ্ধেক কানি—আর আমি অর্দ্ধেক কানি! তোমারও খুকির ট্যানা হবে—আমারও খুকির ট্যানা হবে।

১ম। বাঃ, ভাই! বেশ বলেছিস। এঁ্যা! কে যেন আসে।

২য়। সত্যি, তাইত, পালাই চল্ দাদা, পালাই পালাই!

[উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক—গভীর অরণ্য।

দৃশ্য—কাল প্রভাত।

চতুর্দ্দিকে বল্মীকের স্তূপ,
বল্মীকের ভিতর হইতে রাম, রাম, ধ্বনি॥

[বনদেবীগণের স্তোত্র গীত]

বনদেবীগণ। নাহিরে মরণ— নহে অচেতন,
'স্বরূপে' চৈতন্য —জাগ্রত হরি।
গগন, গহন ব্যোম, সমীরণ
'অরূপে' সকলি 'সরূপ'-ধারী॥

মায়া মোহ ভ্রান্তি বাসনা অশান্তি—
লীলাছলে হরি—লীলা-কারী
স্ব-রূপে আনন্দ—জয় প্রেমানন্দ
ভক্ত চিদানন্দ—গোলোক-বিহারী ॥

[বনদেবীগণের প্রস্থান

রত্নাকর পত্নীর প্রবেশ।

রত্নাকর পত্নী। মরা! মরা! মরা! ও কে?—কে যেন কি বল্‌ছে! কি অশ্রুত ধ্বনি! কি অপূর্ব্ব ঝঙ্কার! না না! আমার স্মৃতিতে! আমার কর্ণ কুহরে, আমার পূর্ব্ব স্মৃতির সেই মধুর স্বর জাগ্রত হয়ে,—আমায় আশা প্রদান কর্‌ছে! না! ও কিছু নয়! ও সকলি প্রবঞ্চনাময়। মায়ায় গঠিত দেহ—মায়া-প্রপঞ্চের বিকারে—কেবল আশা! ছলনা! দুরাশা মাত্র! ফলে, একমাত্র সম্বল নিরাশাই—সঙ্গের সাথী হয়। মরা! মরা! মরা!—মরণই আমার সর্ব্বতাপ-হারী। মৃত্যুই আমার সাথী—মৃত্যুই প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় বস্তু।

(অলক্ষিতে বন দেবীগণের সঙ্গীত)

নাহিরে মরণ নহে অচেতন
'স্বরূপে' চৈতন্য—জাগ্রহ হরি
গগন গহন, ব্যোম সমীরণ—অরূপে সকলি স্বরূপ-ধারা ॥

রত্নাকর পত্নী। কি মধুর সঙ্গীত? ও কে গায়? মৃত্যু নাই বলিয়া—ও কে আমায় আশা দেয়? না, না, ও কিছু নয়।

ও সকলি প্রহেলিকাময় !! প্রেম ! প্রণয় ! ভালবাসা ! ও সকলিই মায়ার খেলা ! দুদিনের জন্য ! কেবল ছলনা ! আর যাতনার অসীম অনন্ত সাগর।

বনদেবীগণের সঙ্গীত।

মায়ামোহ ভ্রান্তি—বাসনা অশান্তি,
লীলাছলে হরি—লীলা-কারী,
'স্বরূপ' আনন্দ—জয় প্রেমানন্দ
ভক্ত 'চিদানন্দ'—গোলোকবিহারী ॥

রত্নাকর পত্নী। কৈ ভক্তি ? কে দেবে আমায় ভক্তি ? আমি ভক্তি মুক্তি জানি না। জানি কেবল আমার—স্বামীকে। হায় ! হায় ! আমি পতিহারা হয়ে, আমার সংসার শূন্য হয়ে গেছে। আর আমার কিছুই প্রয়োজন নাই। ওগো আমার সর্ব্বস্ব ! আমায় ডাক, একবার আমায় ডাক, আমায় কাছে নাও। আমায়—তোমার পাদপদ্মে স্থান দাও ॥

[বল্মীকের পার্শ্বে অক্ষিমালার পতন ও মৃত্যু

মহাদেব ও ভগবতীর প্রবেশ।

ভগবতী। নাথ !—

অগতির গতি, প্রভু, তুমি বিশ্বনাথ,
করুণা নয়ন পাত কর দীনজনে।
হের পশুপতি ! কি দুর্গতি লভিয়াছে দস্যু রত্নাকর,

হেরি বিদরে অন্তর—
কীটের উদর পূর্ণ, করিয়াছে নিজ মাংসমেদে,
হইয়াছে মৃত্তিকার স্তূপ,
—অতি অপরূপ
প্রাণবায়ু রহে তার মাঝে ॥
জপে রাম নাম,
অবিশ্রাম ভুনয়নে বহে অশ্রুজল।
হে জগৎ-মঙ্গল!
নিজগুণে কৃপাকণা কর বিতরণ ॥

মহাদেব ॥ দেবী! কর নিরীক্ষণ—
জ্ঞানচক্ষু লভিয়াছে, রত্নাকর ধীর।
পাপের তাড়নে—জড় নশ্বরের সনে
—করিয়াছে তুমুল সংগ্রাম,
সর্ব্বকাম দেহসনে হইয়াছে নাশ,
বহে শ্বাস—'সোহং' আকারে ॥
স্তরে—স্তরে—কঙ্কাল অন্তরে
ধীরে ধীরে বাজে রাম নাম,
পূর্ণ মনস্কাম লাভ করে জীবগণ।
অপূর্ব্ব সাধনে—সর্ব্বপাপ মুক্ত, ঋষি,
—বল্মীকি আকারে।

ভগবতী ॥ তার—তা'রে—
হে পরিত্রাণ দাতা।

নহেত সর্ব্বথা—
কেমনে বলিবে জীব—'শিব' দয়াময় ॥
হের জটাধারী—সতী নারী—
পতি বিনা ত্যজিয়া জীবন
জড়াকারে—জড়সনে হারায়ে চেতন,
হইয়াছে মৃত দেহধারী ;
হে অমৃত নিধি !
নূতন জীবন দানে বাঁচাও দোঁহারে ॥

গাহিতে গাহিতে জ্ঞানানন্দ ঠাকুরের প্রবেশ ।

গীত

জ্ঞানানন্দ ॥ হরি বিনা কে তারে,
—তরিতে এ ভবসিন্ধু
হরি বিনা কেহ নাহিরে ।
কে আছে—এ ভব মাঝে,
সাজিতে পারে নানা সাজে
অন্তরে বাহিরে রাজে,
কার রূপরাশি ভাসে—লহরে,
পাপী তাপী—দেখে কে আর,
কে বলেরে 'আমি তোমার' ।
আদ্যাশক্তি জীবলীলা
শ্মশানে বিহার করে

কত ছলে - কত লীলা

দেখ্‌রে মন মায়ার খেলা।

আবরণে ঢাকা হরি

অন্তরে বিরাজ করে ॥

জ্ঞানানন্দ ॥ অপূর্ব্ব আনন্দ জাগে পঞ্চভূত মাঝে,

রূপ রস গন্ধ উঠে—রাম রূপ ধরি।

স্পর্শেন্দ্রিয়ে—রামরূপ হয় পরশন,

অনাহত শব্দে—বাজে রাম রাম নাম,

জয়রাম সীতারাম—করিছে ঘোষণা।

সুধামাখা রাম নাম করিয়া শ্রবণ,

—জীয়ে মৃত।

কলুষিত নীচ বৃত্তি—হয় বিদূরিত,

প্রস্ফুটিত পুণ্যরাশি—রাম নাম গুণে ॥

অপূর্ব্ব মিলনে—

বহু ছন্দে রূপ রস—হয় প্রতিভাত ॥

মরি! মরি! কি মাধুরি—শ্রীরাম, লক্ষ্মণ,

এক ব্রহ্ম চারি অংশে করি দরশন,

জানকী-জীবন রাম—জানকী মিলনে ॥

জপ মন অনুক্ষণ,—জপরে রসনা,

জয়রাম সীতারাম—কররে ঘোষণা,

ধরাধাম—দিব্যধামে হবে পরিণত ॥

কি অপূর্ব্ব নাম—ঋষি করিল প্রদান,

সর্ব্বপাপ সর্ব্বতাপ হইয়া নির্ব্বাণ,
সারাৎসার সত্যরূপ—হয় দরশন।

[ছায়ারূপিনী মায়ার গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।]

মায়া॥ গীত

আমার সকল গেল,
সব ফুরাল,
উঠ লো জেগে -'সত্য' নাম।
হায়, হায়,—কোথায় যাব,
কোথায় রব,
ধরা হ'ল আজ—দিব্যধাম।
'মায়ার' আঁধার—দূরে গেলো,
জগৎ হ'ল - আলোয় আলো,
বিশ্ব জুড়ে—বাজছে বীণা,
ঐ শুনি— জয় সীতারাম।
হায়! হায়!—যাইগো ভেসে,
হাওয়ার মিশে—
'অনিত্যের'—এই পরিণাম॥

[হাওয়ায় মিশিয়া প্রস্থান

জ্ঞানানন্দ॥ আহা, মাগো! তোমার খেলার আর শেষ হয় না। মা, তুমি কখন আঁধার বরণা, আমার তুমিই কখন উজ্জ্বল আলোক-ময়ী—তুমি কখন হাহাকার শব্দময়ী আবার সেই তুমিই উল্লাসে উৎফুল্ল স্বরূপা। তোমার কথা

কেবা জান্‌তে পেরেছে—আর কেইবা বুঝ্‌তে পেরেছে মা
—সেই জন্যই, হরি হরি, বলে ঘুরে বেড়াই ॥

গাহিতে গাহিতে নৃত্যসহ দেববালকগণের প্রবেশ ।

দেববালকগণের ॥ গীত

বাজে, হরির—নূপুর চরণে,
গগনে, গহনে—ব্যোম, সমীরণে,
গোপনে গোপনে—হৃদয়ে প্রাণে,
—বাজে হরির নূপুর চরণে ।
জাগে 'সত্য'-রূপ—'অরূপ' মাধুরী,
আসিবেন হরি—রামরূপ ধরি,
ত্যজি রাজ্যভোগ –হ'য়ে জটাধারী,
প্রেমের মাধুরি—শিখাতে ভুবনে ॥
বাজে হরির—নুপুর চরণে ।
হেরি 'সত্য'-ছন্দে—বন্দে দেবগণ
'সত্যেরি' স্বরূপ—ত্রিদশ ভুবন,
পতিত-পাবন—অন্তরের ধন,
স্বয়ং প্রকাশিত—লীলার কারণে,
বাজে হরির—নুপুর চরণে ।
লও বক্ষে তুলি
ধরণীর ধূলি,
ত্যজি 'অহংকার'—মায়ামোহ ভুলি,
দুই বাহু তুলি হরি হরি বলি ।

কর আত্ম সমর্পণ—শ্রীহরি চরণে—
হরি হরিবোল, হরি হরিবোল, হরি বল মন।
শয়নে স্বপনে—নিশি দিনে॥

[ইন্দ্রের প্রবেশ]

ইন্দ্র॥ এস, এস—সপ্তমেঘ,
তাপহীন রাম নামে করি গরজন,
শত ধারে—ঢাল বারিধারা।
বসুন্ধরা হোক্ সুশীতল,
ধুয়ে যাক্ মলিনত্ব—মৃত্তিকার স্তূপ,
প্রিয়তর সাধনার—অতি অপরূপ,
চিরশান্তি সুধাময়—পুণ্যরাশি ল'য়ে,
মহামুনি বাল্মিকীর হউক প্রকাশ॥

[বল্মীকের উপর মুষলধারে বারি পতন]

ব্রহ্মার প্রবেশ।

(ভগবতীর প্রতি ব্রহ্মা) মা আত্মাশক্তি!
নিজ শক্তি—কর মা সঞ্চার।
কঙ্কালের অঙ্গে—কর দেহের গঠন,
চর্ম্ম মাংস রক্তমেদ শিরা মজ্জাবসা,
প্রদান করগো, মাতা, আত্মশক্তি বলে।
'হ্লাদিনী' আজ্ঞাচক্রে হও অধিষ্ঠান,
শ্রীরামের লীলাচিত্র হইবে প্রণীত—

যাহে জগজন চিত্ত পূর্ণ হইবে আনন্দে।
জীবগণ রামলীলা করিবে শ্রবণ—
হবে পাপ বিমোচন।
—বিশুদ্ধা প্রকৃতি—হবে সুখ শান্তিময়।
বল, বল, বল, সবে জয়!
জয়! শ্রীরাম লক্ষ্মণ—
জয়, জয়, ভরত শত্রুঘ্ন
জানকী-জীবন রাম—জানকী মিলনে॥

নারদের প্রবেশ।

নারদ: অচেতন! রাম নামে হওরে চেতন সবে।
করি ভাল চৈতন্য স্বরূপে
ওঠ 'মৃত'—হও জাগরিত।
নূতন 'জীবন'—পুনঃ কররে গ্রহণ।
উঠ উঠ মহামুনি বল্মীক করিয়া ভেদ
—হও হে জাগ্রত।
বিরচিত রামলীলা করিয়া ভুবনে
মহামুনি বাল্মীকি নামে—
অমরত্ব কর লাভ এই ধরাতলে।
বল সবে জয়রাম সীতারাম জয়॥

সকলে। **জয় সীতারাম, জয় সীতারাম
জয় সীতারাম**

মহামুনি বাল্মীকির উত্থান ও তদীয় পত্নীর পুনঃর্জীবন লাভ

সকলে সমস্বরে ॥ জয়! জয়! সীতারাম,
জয়! জয়! সীতারাম,
জয়! জয়! সীতারাম,

বল্মীকি ॥ চতুর্দ্দিকে জয়ধ্বনি হয় সীতারাম,
আনন্দের ধ্বনি বাজে—হৃদি তন্ত্রিমাঝে।
মরি, মরি, কি রূপ-মাধুরি!
নব-দূর্ব্বাদল—রামরূপ হেরি চারিভিতে।
নবীন শ্যামল রূপ তরু পল্লবেতে—
নানা বর্ণে, নানা গন্ধে, হয় প্রতিভাত।
রামরূপ—রাজিত ভুবনে।
ধ্যানে, জ্ঞানে, নয়নে, মনে,
রামরূপ হয় প্রতিভাত
স্তরে স্তরে—অনন্ত আকারে.
প্রেমের মাধুরী হেরি সীতারাম রূপে—

গাও মন—গাও রাম নাম।
ধর হৃদি তান—
রামলীলা করি প্রণয়ন,
—জগজন চিত মনোলোভা।
আহা, আহা, রামরূপ জাগে হৃদি মাঝে,
অন্তরে বাহিরে রাজে রাম সীতা রূপ॥

প্রাণ খুলে বল সবে
—বল জয়, সীতারাম জয় ॥

সকলে ॥ জয় ! সীতরাম, জয় !
জয় ! সীতারাম, জয় !
জয় ! সীতারাম, জয় !

ব্রহ্মা ॥ এস এস মহামুনি
দেহ আলিঙ্গন
ভুবন মোহন তুমি—সাধনার বলে।
ত্রেতাযুগে রামলীলা হবে প্রকটন,
সেই লীলা দিব্য জ্ঞানে করি দরশন
মহানন্দে রামলীলা কর প্রণয়ণ—
ভবের বন্ধন যাহে হইবে মোচন।
পাবে জীবগণ—অপূর্ব্ব প্রেমের স্বাদ।
ভবের বিষাদ ব্যথা—হবে পরাজয় ॥

নারদ ॥ লহ মুনি লহ শিরে মহা আশীর্ব্বাদ—
একাধারে প্রেমভক্তি করহে গ্রহণ—
পুণ্যময় রামায়ণ—কর বিরচিত,
চন্দ্র সূর্য্য নিশিদিন রবে যত কাল—
বল্মীকির বিরচিত গ্রন্থ রামায়ণ,
বিজয় ঘোষণা রবে জগৎ মাঝারে।

বাল্মীকি (নারদের প্রতি) ॥ ধন্য ! ধন্য ! তুমি দেবঋষি,

অপার করুণা তব—জীবগণ প্রতি।
পতিতের তুমি প্রভু উদ্ধার কারণ ॥

পত্নীর প্রতি বাল্মীকি ॥ এস পত্নি, লহ আশীর্ব্বাদ
অবসাদ হবে বিদূরিত—
অপূর্ব্ব প্রেমের স্বাদে,
পরিপূর্ণ কর হৃদি,
কায় মন প্রাণ।
প্রেমানন্দে বল প্রিয়ে—
জয়! সীতা রাম, জয় সীতারাম

পত্নী ॥ জয়! জয়! সীতারাম, জয় জয় সীতারাম

সকলে ॥ আহা, আহা, প্রেমানন্দময়—
তাপহারী পাপহারী—
জয়! জয়! জয়! সীতারাম ॥

বল্মীকির পুত্রদ্বয় ও কন্যার প্রবেশ।

পুত্র ও কন্যা ॥ বাবা! বাবা! মা! মা! তোমরা এখানে! তোমরা এত আনন্দে রয়েছ, আর আমরা কত কেঁদে কেঁদে, পথে পথে, মা মা, বাবা বাবা, বোলে ঘুরে ঘুরে দিন-পাত কচ্ছি—বাবা বাবা, কোল দাও মা--মা কোল দাও—

বল্মীকি ॥ এস এস বৎসগণ—
মহামন্ত্র রামনাম কররে গ্রহণ—
সকল যাতনা যাহে হইবে নির্ব্বাণ।

বল সবে বল ব্রহ্ম নাম—
জয়রাম সীতারাম আনন্দ-পূরিত ॥

সন্তানগণ ॥ জয়রাম, সীতারাম—
জয় রাম, জয় সীতারাম,
জয় রাম, জয় সীতারাম ॥

বালকদ্বয় ॥ বাবা, বাবা, এ কি অপূর্ব্ব দৃশ্য !
একি আনন্দ বিরাজিত সর্ব্ব ভূতমাঝে ।
জয় রাম সীতারাম মধুব মাধুরী,
—হরে নিলে হৃদয়ের ব্যথা ।
বল মন—বলরে রসনা—
দিবানিশি, প্রেমানন্দে, বল
বল, জয় ! জয় সীতারাম —

সকলে । জয় ! জয় ! সীতারাম
জয় ! জয় ! সীতারাম
জয় ! জয় ! সীতারাম

সমস্বরে গীত ।

বাল্মীকি ও সকলে ॥ পতিত-পাবন—লীলার কারণ—
রামরূপ ধারণ—কানন চারী—

নারীগণ ॥ প্রেমের বাঁধনে—বাঁধা চিত দোঁহা
বিরহেতে জাগে—প্রেমের মাধুরী ॥

সকলে ॥ জয় সীতারাম !!! জয় জয় সীতারাম !! জয় জয় সীতারাম ।

পুরুষগণ। সত্য-পালন—সত্য সনাতন,
প্রজা রঞ্জন—জটাধারী—

নারীগণ॥ প্রাণে—প্রাণ আঁকা—
প্রাণে প্রাণে দেখা—
গোপনেতে রাখা আনন্দধারী

সকলে। জয় সীতারাম, জয় সীতারাম, জয় সীতারাম
মধুর সঙ্গীত—মধুর চরিত—
সুখানন্দ ভোগ—মালিণ্য বর্জ্জিত,
এ নহে অনিত্য—পরম সত্য
ব্রহ্ম সনাতন—চিত-বিহারী।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক—বাল্মীকির তপোবন।

প্রতিষ্ঠিত মন্দির, মধ্যে রামসীতা, ভরত, শত্রুঘ্ন মূর্ত্তি স্থাপিত।
মহামুনি বল্মীকি ও তদীয় পত্নী ও
পুত্র কন্যাসহ দেব বালকগণের

সঙ্গীত

সকলে॥ সত্য-স্বরূপ হরি—
সেই সত্য সনাতন—আমি হৃদিমাঝে ধরি—
'বিশুদ্ধ সত্বং তব ধাম শান্তং'
'তপোময়ং ধ্বস্তরজস্তমস্কং'
রামরূপ ধারণম্—
ভক্তি প্রদর্শিত পথ কানন চারি—
মধুর মাধুরী—প্রেমের লহরী—
জানকী-জীবন রাম—চিত মনোহারী—
প্রজাকি রঞ্জন প্রজাকি পালন
স্নেহ পরম ধন বিতরণ কারী
ভক্ত বৎসল দীন দয়াল রাম,
জগজন মন প্রাণ—চিত-বিহারী॥
সুখভোগ সৌভগ
সকলি পরম-লাভ
নিয়ত রামরূপ
হৃদি মাঝে ধরি॥

সকলে। জয় রাম, জয় জয়, সীতারাম॥

যবনিকা পতন।